# ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

# ইসলামের দৃষ্টিতে
# চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৬১২-৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯, ০১৯৭২৪৩৯২৫৪
E-mail : info@bicdhaka.com; web : www.bicdhaka.com

**ISBN** : **984-843-029-0 (set)**

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪১
মাঘ, ১৪২৬
জানুয়ারি, ২০২০

মুদ্রণ : জননী প্রিন্টার্স
৩০ মনেশ্বর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা

**বিনিময় : সত্তর টাকা মাত্র।**

---

**Islamer Dristite Cittrankan o Vaskarjo Nirman** Written by Dr. Zubair Mohammad Ehsanul Hoque and Published by Dr. Md. Samiul Haque Faruqui Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, 34/1 Northbruk Hall Road, Bangla Bazar, Dhaka-1100, 1st Edition November 2009, 2nd Edition January 2020, Price : Taka 70.00 only.

www.nagorikpathagar.org

## প্রকাশকের কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক একজন ইসলামী গবেষক। তাঁর প্রণীত গবেষণাপত্র "ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ" ৫ই মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যাপক ড. এএনএম রফীকুর রহমান অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, ড. মুহাম্মাদ নিজামুদ্দীন, ড. আ.ছ.ম তরিকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন, ড. আহমদ আলী, ড. আ.জ.ম কুত্‌বুল ইসলাম নু'মানী, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, ড. আবুল খায়ের মুহাম্মাদ শামসুল হক, ড. শফিউল আলম ভুঁইয়া ও ড. মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৫
সংজ্ঞা ॥ ৭
চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গে আল-কুরআন ॥ ১০
হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ ॥ ১৬
প্রাণীর ও অপ্রাণীর ছবির হুকুমের ভিন্নতার কারণ ॥ ২৬
কিছু ছবি ব্যবহার করা বৈধ ॥ ২৭
প্রাণীর ছবি আঁকার বৈধতাজ্ঞাপনকারীদের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা ॥ ৩২
ভাস্কর্য কি বৈধ ॥ ৪৫
ক্যামেরায় তোলা ছবি ॥ ৬৫
ভাস্কর্য ও ছবির বিধানের সারমর্ম ॥ ৭৬
উপসংহার ॥ ৭৭

www.nagorikpathagar.org

# ইসলামের দৃষ্টিতে
# দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ

## ভূমিকা

২০০৮ সালে ঢাকা বিমানবন্দর গোলচত্বরে বাউল ভাস্কর্য স্থাপন ও অপসারণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। 'আলিম সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ হজ ক্যাম্প হতে বিমানবন্দরে যাওয়ার মুখে ভাস্কর্য স্থাপনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ইসলামে প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এ নিয়ে একটি পক্ষ নতুন করে বিতর্ক শুরু করে। আমরা দেখছি এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ইসলামের সকল বিধি-বিধানের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করে মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করা হয় এবং এর মূল বীজটি রোপিত হয় পাশ্চাত্যে; তারপর পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ আর মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা অজ্ঞতার ভাণকারী একদল মুসলিম সন্তানের মাধ্যমে তা প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে আমদানী করা হয়। এই প্রকল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্যতার বিষয়ে মুসলিম মানসকে সংশয়গ্রস্ত করে এই সমাজকে খৃস্ট সমাজের ন্যায় সংশয়বাদী ও শিথিল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতা প্রমাণের জন্য বিমানবন্দরে বাউল ভাস্কর্য অপসারণ ঘটনা নিয়ে অপতর্ক শুরু করেন কতিপয় নামধারী 'আলিম আর বুদ্ধিজীবী। ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভার কার্যবিবরণী আমার হাতে রয়েছে: যেখানে ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষক মুহাদ্দিস ও ফিক্‌হবিদগণের ব্যাপারে বিষেদাগার করা হয়। তাদের এহেন আক্রোশের কারণ অবশ্য পরিষ্কার; ঐ মহামণীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে আমরা ইসলামী আইনের সৌধ অবিকৃত অবস্থায় পেয়েছি। তাঁরা যদি অমানুষিক পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের উৎস-ভাণ্ডার আমাদের জন্য সংরক্ষণ না করতেন, তবে প্রবৃত্তি-পূজারীরা অবাধে ভোগ-বিলাস ও অপকর্মে মত্ত হতে পারতো। অতএব নামধারী 'আলিম ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ঐ সেমিনারে জনৈক ইতিহাস-অধ্যাপক ভাস্কর্য তথা মূর্তির

www.nagorikpathagar.org

বৈধতার স্বপক্ষে কিছু অভিনব ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ করেন যাতে চিত্র ও ভাস্কর্যের বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের উদার মনোভঙ্গি ছিল বলে দাবী করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকি কা'বাঘরে ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন এবং 'উমার (রা) মসজিদ-ই-নববীতে প্রাণীর চিত্রসম্বলিত ধূপদানি ব্যবহার করেছিলেন। [এ রচনায়, আরো পরে আমরা এ যুক্তিগুলোর অসারতা প্রমাণ করব।] এই অধ্যাপকবৃন্দ আরবী ও ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন, এমন ভাববার কোন কারণ নেই; তারা বরং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সক্লেশে উদ্ভাবিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করে চমক দিতে চেয়েছেন। এ ধরণের উদ্ভট তথ্য আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য অনেক ব্যক্তিত্বের কাছেও আমরা শুনেছি; ১৯৯৭ বা ১৯৯৮ সালে প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে এক অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। একক বক্তৃতার অনুষ্ঠান, বক্তা জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান। ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পকলা বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর ছবি মুছতে বারণ করেছিলেন। তিনি দাবী করলেন, এটি সহীহ হাদীস।

এ বিষয়ে আমি নিসংশয় যে, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ জানেন এবং মানেন, ইসলামে প্রাণীর ভাস্কর্য নিষিদ্ধ এবং ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের শতশত সেমিনারের কোন প্রভাব ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের ওপর পড়বে না। তবুও এ বিষয়ে আমি কলম ধরেছি দুটো কারণে; প্রথমত: ইসলামের ইতিহাসের কিছু মৌলিক সূত্রের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে, যে গ্রন্থগুলো সাধারণত গ্রহণযোগ্য। এসব গ্রন্থে আসলেই ছবি/ভাস্কর্যের অনুমোদনের মত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, না এটি একটি বিকৃত তথ্য, তা যাচাই করতে হবে। দ্বিতীয়ত: মুসলিম তরুণদের একটি অংশ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দেয়ার পর গ্রাম থেকে শিখে আসা শেকড়ের জ্ঞান ও আচার ভুলতে থাকে, তারা এই অধ্যাপকদের একদেশদর্শী বক্তব্যে বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই আমি মনে করেছি এ ব্যাপারে কলম ধরা উচিত।

ভাস্কর্য নির্মাণে ইসলামী বিধান বিষয়ে আমার ধারণা স্বচ্ছ হলেও আমি তা কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না এবং সব রকমের পূর্ব ধারণা ত্যাগ করে আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চাই। কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানতে হলে আমাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআন ও আস্-সুন্নাহ'র দ্বারস্থ হতে হবে। তারপর তো রয়েছে ইজমা' ও কিয়াস। ইতিহাস গ্রন্থের কোন বর্ণনা ইসলামী বিধানের পক্ষে যুক্তি হতে পারে না; তবে কুরআন-সুন্নাহর অনুকূলে কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে তা সহায়ক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; যত খ্যাতনামাই হোক না সে ঐতিহাসিক। প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য যারা বৈধ বলে দাবী করেন তারা প্রায়শ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণ ভাস্কর্য ও ছবির ব্যাপারে কঠোর ছিলেন না। ফিকহ সম্পাদনা ও হাদীস সংগ্রহের পর এ বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে কঠোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই এ লেখায় ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং ইমামদের মতামত যতটুকু সম্ভব কম উল্লেখ করা হবে; আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণ প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে কি মনোভাব পোষণ করতেন তা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে সচেষ্ট হব। পাশাপাশি ভাস্কর্যপন্থীদের যুক্তিগুলো বিনা পর্যালোচনায় প্রত্যাখ্যান না করে তাতে কোন সারবস্তু আছে কিনা তা খতিয়ে দেখব।

## সংজ্ঞা

যারা মূর্তি ও ভাস্কর্যের মাঝে পার্থক্যের রেখা টেনে দাবী করছেন, মূর্তিপূজা ও মূর্তি বানানো ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু ভাস্কর্য মূর্তি নয়, সুতরাং ভাস্কর্য নির্মাণে কোন নিষেধাজ্ঞা ইসলামে নেই-তাদের যুক্তি মেনে নিয়েই আমরা অগ্রসর হব। যেসব শব্দ দ্বারা পূজার মূর্তি বোঝায় (যেমন صنم، وثن ইত্যাদি) সেগুলো পরিহার করে কেবল ছবি ও ভাস্কর্য-এর দ্যোতনাজ্ঞাপক শব্দগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

ছবি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বোঝাতে আরবীতে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: صورة (ছূরাহ)[১] تصوير (তাছবীর)[২] ও تمثال (তিমছাল)[৩]। আধুনিক অভিধানসমূহে صورة ও تصوير কে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে গণ্য করা হলেও تمثال কে কিছুটা ভিন্নার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আধুনিক অভিধান মতে صورة ও تصوير এর অর্থ:

---

১. وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة [*সহীহ আল-বুখারী*, বাব আল-তাসাবীর (কায়রো: দার আল-তাকওয়া ২০০১), খ.৩, পৃ. ২০৬

২. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير [প্রাগুক্ত, ২০৪]

৩. وعلقت دركونا فيه تماثيل [প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫]

www.nagorikpathagar.org

ছবি; আকৃতি; চিত্র; অনুলিপি; প্রতিকৃতি ইত্যাদি।[৪] আর تمثال হলো মূর্তি; ভাস্কর্য; প্রতিমা ইত্যাদি।[৫] অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় কাগজ, কাপড় বা অন্য কোন বস্তুর ওপর (জলরং তেলরং বা অন্য কোন মাধ্যমে) অঙ্কিত ছবিকে صورة বা تصوير বলা হচ্ছে, যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ আছে কিন্তু উচ্চতা নেই। পক্ষান্তরে কাঠ, পাথর বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্মিত ভাস্কর্য তথা স্বতন্ত্র শিল্পকর্মকে تمثال হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে।

তবে হাদীস ও প্রাচীন অভিধানে শব্দত্রয়কে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 'যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' এহেন অর্থজ্ঞাপক হাদীসটির বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আমরা উপর্যুক্ত শব্দত্রয়ের একটির স্থলে অপরটির প্রয়োগ দেখতে পাই:

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة[৬]

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير[৭]

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل[৮]

বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা ইবনু মানযূর (মৃ. ১৩১১ খৃ.)-এর মতে تمثال ও صورة সমার্থবোধক।[৯] অর্থাৎ ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্র বা ভাস্কর্য সবকিছু উপর্যুক্ত শব্দত্রয়ের দ্যোতনার অধীন। কিছু তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

তাফসীরকার ও ভাষাবিজ্ঞানী আয্-যামাখশারী (রহ) (১১৪৪ খৃ.) বলেন:

التمثال كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان

'কোন প্রাণীর বা অপ্রাণীর আকৃতির অনুরূপ যা কিছু অঙ্কন করা হয় তাকে تمثال বলে।'[১০]

প্রখ্যাত তাফসীরকার আল-কুরতুবীও (রহ) (১২৭৩ খৃ.) প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা

---

৪. صورة: picture; portrait; drawing; painting. تصوير : drawing; painting; portrayal. [Dr. Ruhi al-Ba'labakki, *Al-Mawrid* (Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malaeen 1997), pp 703; 328]

৫. تمثال: statue; sculpture [ibid, p. 369]

৬. *সহীহ আল-বুখারী*, শুহূদ আল-মালাইকা বদরান, খ.২, পৃ. ৩৩৮

৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৪

৮. *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-লিবাস ওয়া আল-যীনাহ, বাব তাহরীম তাসবীর ছূরাহ আল-হাইওয়ান (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ.৫৩১

৯. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭), খ. ১৩, পৃ. ২৪; খ. ৭, পৃ. ৪৩৮; আল-রাযী, *মুখতার আল-ছিহাহ* (দার আল-মানার ১৯৯৩), পৃ. ১৮০; ২৮১

১০. আয্-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী তাবি), খ. ৩, পৃ. ৫৭২

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন:

التمثال: كل ما صور على مثل صورة من حيوان وغير حيوان

সহীহ আল-বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) (৮৫২ হি./১৪৪৯ খৃ.) আরো পরিষ্কার ভাষায় সংজ্ঞাটি উল্লেখ করেছেন:

وهو الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا أو دهنا أو نسجا في ثوب.

'অঙ্কিত বস্তুকে تمثال বলে, তা কায়াবিশিষ্ট হোক, নকশা হোক, তেলরং বা কাপড়ের বুননের মাধ্যমেই হোক।'[১১]

আশ্-শাওকানী (রহ) (১৮৩৪ খৃ.) বলেন:

التماثيل جع تمثال وهو كل ما مثلته بشيئ أي صورته بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك.

'تماثيل শব্দটি تمثال-এর বহুবচন, তামা, কাঁচ, মার্বেল বা অন্য কিছু দিয়ে কোন কিছুর যে প্রতিরূপ তৈরী করা হয় তাকে تمثال বলে।'[১২]

মোদ্দাকথা, হাদীস ও প্রাচীন অভিধান গ্রন্থসমূহের প্রচলন অনুসারে বলা যায়, ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য বোঝাতে উপরের তিনটি শব্দ [صورة , تصوير ও تمثال ] সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কোন একটি অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করতে হলে বিশেষণ যোগ করতে হয়; যেমন, ভাস্কর্য বোঝাতে صورة مجسمة (কায়াদার ছবি), صورة شاخصة (মূর্ত ছবি) বা صورة لها ظل (এমন ছবি যার নিজস্ব ছায়া আছে) বলা হয়। আবার কাগজ বা কাপড়ে আঁকা ছবি বোঝাতে صورة غير مجسمة (কায়াহীন ছবি) বা صورة ليس لها ظل (এমন ছবি যার নিজস্ব ছায়া নেই) ব্যবহৃত হয়। ভাস্কর্য ও চিত্রের সংজ্ঞার পরিধি পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে:

**ক. ভাস্কর্য:** প্রতিকৃতি, প্রতিমা, পুতুল বা খেলার পুতুল; মাটি, বালি, কাঁদা, খড়-কুটো, পাথর, লোহা, তামা, পিতল, সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ বা অনুরূপ কোন বস্তু দ্বারা তৈরি মানুষ বা যে কোন জীবের (ছায়াদার) প্রাণহীন পুরোপুরি দেহ, অথবা মানুষ বা অন্য কোন জীবের (ছায়াদার) পূর্ণাঙ্গ বা তার কোন অংশের প্রতিরূপ। [যার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা রয়েছে অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি। আরবীতে صورة مجسمة أو صورة شاخصة أو صورة لها ظل।]

---

১১. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (দার আল-তাকওয়া লি আল-তুরাছ), খ. ১০, পৃ. ৪৪০

১২. আশ্-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৬

www.nagorikpathagar.org

**খ. ছবি:** নানাবিধ রঙের (তেলরং, জলরং ইত্যাদি) সাহায্যে তুলি দিয়ে হাতে আঁকা বা ব্লক দ্বারা মুদ্রিত প্রতিরূপ [যারা দৈর্ঘ ও প্রস্থ আছে, কিন্তু উচ্চতা নেই অর্থাৎ টু ডাইমেনশলান ছবি, আরবীতে صورة غير مجسمة أو صورة غير شاخصة أو صورة ليس لها ظل ]

এখানে ক্যামেরায় তোলা ছবি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে না; এ সম্পর্কে প্রবন্ধের শেষে আলোচনা করা হবে।

**চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গে আল-কুরআন:**

**صورة ও تصوير** ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভূত ক্রিয়াপদ আল-কুরআনের ৫টি স্থানে এসেছে। প্রতিটি আয়াতে *তাছবীর* তথা আকৃতি নির্ধারণের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে মানুষের আকৃতি নির্ধারণ এবং তার শারীরিক কাঠামোর রূপদান কেবল আল্লাহর-ই কাজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الأَرحَامِ كَيفَ يَشَاء

১) 'তিনিই তোমাদের আকৃতি দেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চান।'[১৩]

وَلَقَد خَلَقنَاكُم ثُمَّ صَوَّرنَاكُم ثُمَّ قُلنَا لِلمَلَائِكَةِ اسجُدُوا لِآدَم

২) 'আর আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা কর।'[১৪]

وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَات

৩) 'এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন আর তোমাদেরকে দান করেছেন পবিত্র রিযক।'[১৫]

وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم وَإِلَيهِ المَصِيرُ

৪) 'এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।'[১৬]

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

৫) 'তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।'[১৭]

---

১৩. আল-কুরআন ৩ : ৬
১৪. আল-কুরআন ৭:১১
১৫. আল-কুরআন ৪০:৬৪
১৬. আল-কুরআন ৬৪:৩
১৭. আল-কুরআন ৮২:৮

www.nagorikpathagar.org

*তাসবীর* ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভূত কর্তাবিশেষ্য الْمُصَوِّرُ। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম: هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ الْمُصَوِّرُ 'তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদাতা।'[১৮]

تمثال শব্দটি আল-কুরআনে দু'জায়গায় এসেছে। প্রথম স্থানে শব্দটির অর্থ হল মূর্তি। ইবরাহীম (আ)-এর যবানীতে তাঁর জাতির লোকদের মূর্তিপূজার সমালোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ما هذه التماثيل التي أنتم لها عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدنَا أَبَائَنَا لَها عَابِدِينَ

১) 'এ মূর্তিগুলো কি যে এদের ইবাদাতে তোমরা মশগুল? তারা বলল: আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের ইবাদতকারী হিসেবে পেয়েছি।'[১৯]

২) সূরা সাবা-এর একটি আয়াতে تمثال শব্দের বহুবচনের রূপ উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে সুলায়মান (আ)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে:

يَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ. اعمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكرًا. وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكُورُ.

'তারা (জিন) তাঁর জন্য তা-ই বানাত যা সে চাইত; উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মত থালা এবং নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগসমূহ। হে দাউদ বংশধর! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই শোকরগোজার।'[২০]

এ আয়াতে تماثيل শব্দটি এসেছে যা تمثال এর বহুবচন। শব্দটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। কেননা, এ শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কিছু প্রাচ্যবিদ ও তাদের অনুগত বুদ্ধিজীবীরা দাবী করেন যে, সুলায়মান (আ) জিনদের মাধ্যমে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। একজন নবী যদি ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারেন, আমরা পারব না কেন?

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে تمثال শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক; এর দ্বারা জীব বা নির্জীবের ছবি কিংবা ভাস্কর্য বোঝানো যায়। এ আয়াতে শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার করতে হবে- এক. কোন উপকরণ দিয়ে জিনরা সুলায়মান (আ)-এর জন্য প্রতিকৃতি নির্মাণ করত? দুই. কিসের প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হত?

---

১৮. আল-কুরআন ৫৯:২৪
১৯. আল-কুরআন ২১:৫২-৫৩
২০. আল-কুরআন ৩৪:১৩

www.nagorikpathagar.org

* কোন বস্তু দিয়ে প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হত? এ বিষয়ে প্রাথমিক যুগের তাফসীরসমূহে দু'টি মত পাওয়া যায়:

ক) তামা দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরি করা হত। আত্-তাবারী (৩১০ হি./৯২৩ খ.) নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে মুজাহিদ (রহ) (১০৪ হি.) হতে এ-অভিমত বর্ণনা করেছেন।

খ) কাঁচ ও পিতল ব্যবহারে প্রতিকৃতি তৈরি করা হত। এটিও আত্-তাবারী (রহ) বর্ণনা করেছেন কাতাদা রহ. (১১৭ হি.) হতে।

কিসের প্রতিকৃতি তৈরি করা হত? এ বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়:

ক. নবী-রাসুল (আ), আওলিয়া-দরবেশ ও ফেরেশতাদের মূর্তি তৈরি করে উপাসনালয়ে স্থাপন করা হত, যাতে তাদেরকে দেখে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের ন্যায় একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে উপাসনা করতে পারে। এটি আল-ফার্‌রা (৮২২ খৃ)-এর অভিমত।

খ. আদ্-দাহ্হাক (১০৫ হি.) বলেন: ময়ূর, বাজপাখি ও সিংহের ভাস্কর্য ছিল সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে। এ রকম বর্ণনাও রয়েছে যে, সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের নিম্নভাগে সিংহের ভাস্কর্য ছিল আর মাথার ওপর ছিল ঈগল ও ময়ূরের ভাস্কর্য। তিনি যখন সিংহাসনে ওঠতেন তখন সিংহ দু'বাহু প্রসারিত করত, আর যখন উপবেশন করতেন তখন পাখিগুলো ডানা মেলে ছায়া দিত।[২১]

উপর্যুক্ত অভিমত পোষণকারী তাফসীরকারগণ আরো বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সুলায়মান আ.-এর শরী'আহ-এ বৈধ ছিল। আবার তাঁদের সবাই এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে একমত যে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরী'আহ-এ বৈধ নয়।

গ. [تَمَاثِيل এর তৃতীয় ব্যাখ্যা] জিনরা ফুল-পাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও রকম-বেরকমের নকশা অঙ্কন করে সুলায়মান (আ)-এর ইমারতসমূহ সজ্জিত করত। ইমাম জা'ফর সাদিক (১৪৭/৭৬৫)-এর সূত্রে তাবাতাবাঈ (১৭৯৭

---

২১. এ-অভিমত দু'টি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে- আশ্-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৭), খ. ৪, পৃ. ৪৪৬; আয্-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২; ইবন জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান* (কায়রো: মুস্তাফা আল-বাবী ওয়া আওলাদুহূ ১৯৫৪), খ. ২২, পৃ. ৭০; *তাফসীর আবিস সাউদ*, কায়রো: মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুহাম্মদ 'আলী সুবাইহ ওয়া আওলাদুহূ, খ. ৪, পৃ. ২২৬; *তাফসীর আল-মাওয়ার্দী*, বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৩৮

www.nagorikpathagar.org

খৃ.) এ-অভিমত উল্লেখ করেছেন। আশ্-শাওকানী এবং আয্-যামাখশারীও অনুরূপ অভিমত উল্লেখ করেছেন।[২২]

আধুনিক তাফসীরকারদের মাঝে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (১৯৭৯ খৃ.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, জিনরা সুলায়মান (আ)-এর জন্য কখনোই কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করেনি। তারা বরং ফুল-পাতা ও নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করে সুলায়মান (আ)-এর ইমারতসমূহ সুসজ্জিত করত।[২৩]

تَمَاثِيل শব্দের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা তিনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যা [ ক ও খ অর্থাৎ تَمَاثِيل এর অর্থ নবী-রাসূল বা পশু-পাখির প্রতিকৃতি] সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না। এ ধরণের ব্যাখ্যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়নি। এমনকি কোন সাহাবী (রা) হতেও এহেন ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়নি। আত্-তাবারী, মুজাহিদ ও কাতাদা রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করলেও অধিকাংশ তাফসীরকার এক্ষেত্রে ভাসাভাসা বাক্য ব্যবহার করেছেন; বর্ণিত আছে (يروى), বলা হয় (قيل) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ইসরাঈলী বর্ণনা হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ) যেহেতু কোন সাহাবীর সূত্র উল্লেখ করেননি সেহেতু ধরে নেয়া যায় যে, তারাও ইসরাঈলী বর্ণনাসূত্রে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের ঘটনাসমূহ ইসরাঈলী বর্ণনাসূত্রে ব্যাখ্যা দেয়া অবিদিত নয়। এ-ধরণের বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা হল, এগুলো বিশ্বাসও করা যাবে না অবিশ্বাসও করা যাবে না।[২৪] ইসরাঈলী বর্ণনার অবিশ্বাসযোগ্যতার কারণে এ-কথা অকাট্যভাবে বলার সুযোগ নেই যে, সুলায়মান (আ)-এর শরী'আহ-এ ভাস্কর্য বৈধ ছিল।

সূলায়মান (আ)-এর শরী'আহ-এর প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলেও এ কথা বলার সুযোগ নেই যে তিনি নবী-রাসূল ও পশু পাখির প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়েছেন। বস্তুত মুসা (আ)-এর পর ঈসা (আ) পর্যন্ত যত নবী বনী ইসরাঈলে এসেছেন তারা সকলেই তাওরাতের অনুসারী ছিলেন, তাদের কেউ নতুন শরী'আহ নিয়ে আসেননি। তাওরাতের শরী'আহ আইনও বাতিল হয়নি। আর

---

২২. আল-তাবাতাবাঈ, *আল-মীযান ফি তাফসীরুল-কুরআন* (বৈরুত: মাতবা'আ শা'আরকর ১৯৭৩), খ. ১৪, পৃ. ৩৬৭; আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত; আয-যামাখশারী, প্রাগুক্ত; আল-'আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩৪

২৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৪), খ. ১২, পৃ. ১৪০-১৪৩

২৪. ইবন তাইমিয়্যা, *উসূলুত্ তাফসীর*, পৃ. ৩৩

www.nagorikpathagar.org

তাওরাতে বারবার বলা হয়েছে যে, মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবি ও প্রতিকৃতি রচনা করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধঃ

'তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর জলেতে যাহা আছে, তাহাদের কোনই মূর্তি নির্মাণ করিও না।' [২৫]

'তোমরা আপনাদের জন্য দেবমূর্তি কল্পনা করিও না, এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার পাশে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত প্রস্তর রাখিও না।' [২৬]

'আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও, পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তি করিয়া খোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর; অর্থাৎ পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, কিম্বা পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি কিম্বা আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, কিম্বা ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, কিম্বা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর..।'[২৭]

তাওরাতে বর্ণিত এ ধরণের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সুলায়মান (আ) জিনদের মাধ্যমে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়েছেন, এটা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? বনী ইসরাঈলের একটি দল সুলায়মান (আ)-এর ব্যাপারে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত। তারা সে'মহান নবীকে শিরক, মূর্তিপূজা, জাদুকরী ও ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।[২৮] তারাই হয়ত সুলায়মান (আ)-এর ব্যাপারে এ অপবাদ প্রচার করে থাকবে যে তিনি নবী-আওলিয়া ও পশু-পাখির ছবি অঙ্কন করেছেন। আর এসব ইসরাঈলি বর্ণনাসূত্রে তাফসীরকারদের কেউ কেউ আল-কুরআনের আয়াতটির [সাবা ১৩] উপর্যুক্ত ব্যাখ্য [ ক ও খ] দিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা সাথে সাথে বলেছেন, প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরী'আহ-এ বৈধ নয়। তবুও একালের একদল লোক এ আয়াতের দোহাই দিয়ে প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য বৈধ বলতে চান।

সহীহুল বুখারীর একটি বর্ণনায় এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাওরাতের শরী'আহ-এ ভাস্কর্য অবৈধ ছিলঃ

عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله (ص) كنيسة رأتها بأرض ا بشة،

---

২৫. Holy Bible in Bengali, যাত্রাপুস্তক, অধ্যায় ২০, স্তোত্র ৪, কলিকাতা ১৮৭৪

২৬. প্রাগুক্ত, লেবীয় পুস্তক, অধ্যায় ২৬, স্তোত্র ১

২৭. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ৪, স্তোত্র ১৬-১৮

২৮. প্রাগুক্ত, ১ রাজাবলি, অধ্যায় ১১

www.nagorikpathagar.org

يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله (ص): أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح –الرجل الصالح– بنوا علي قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.

'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মু সালামা (রা), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে 'মারিয়াহ' নামের একটি গির্জার কথা বললেন যেটি তিনি হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) দেখেছিলেন; তিনি (উম্মু সালামা রা.) তথায় যেসব ছবি দেখেছেন সেগুলোর কথাও বললেন। (এ-বর্ণনা শুনে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ওদের কোন নেক বান্দা মারা গেলে কবরের ওপর তারা উপাসনালয় নির্মাণ করত আর তাতে সেই পুণ্যবাণের ছবি অঙ্কন করত; এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'[২৯]

পূর্ববর্তী শরী'আহ-এ যদি ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ হত তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে 'পুণ্যবানদের ছবি অঙ্কনের অপরাধে' নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতেন না। এতে বুঝা যায় তাওরাতের শরী'আহ-এ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য হারাম ছিল; আর তাই এ বক্তব্য মেনে নেয়া যেতে পারে না যে, 'সুলায়মান (আ) প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন' এবং এ দাবীও ভিত্তিহীন যে, পূর্ববর্তী শরী'আহ-এর ন্যায় আমাদের শরী'আহ-এ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ।'

মূর্তিপূজার বিলোপ সাধন করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা সকল যুগের সকল নবীর মিশন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিশনও ছিল এটি। আল-কুরআনের নানাস্থানে মূর্তিপূজার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মূর্তি নির্মাণ বা পূজাতো দূরের কথা, এর সংস্পর্শ থেকেও দূরে থাকতে বলা হয়েছে। অনেকে এসব নির্দেশের ব্যাপকতার আওতায় ভাস্কর্যে নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত সন্ধান করেন। কারণ আল-কুরআনে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে আলাদাভাবে দেখা হয়নি। আর তাই মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবল শিল্পচর্চা বা স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণে কোন নিষেধাজ্ঞা আলাদাভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তবে আপাত-নির্দোষ চিত্রাঙ্কন যে মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয় সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে আল-কুরআনে। নবী নূহ (আ)-এর জাতির লোকদের মূর্তিপূজায় প্রতিষ্ঠিত থাকার আহবান সম্বলিত ঘোষণা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

قَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُم وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسرًا

---

২৯. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-সালাত, বাব আল-সালাত ফী আল-বী'আহ, খ. ১, পৃ. ১১২

www.nagorikpathagar.org

'তারা বলে, তোমরা তোমাদের ইলাহদের ত্যাগ করো না; বর্জন করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নসরকে।'[৩০]

তাফসীরকারগণ বলেন, নূহ (আ)-এর জাতির লোকেরা এসব মূর্তির পূজা করত। পরবর্তীতে আরবে এদের উপাসনা শুরু হয়; রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতী জীবনের শুরুর দিকেও আরবের নানা জায়গায় এদের মন্দির ছিল।[৩১] ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এদের প্রত্যেকে নূহ জাতির পুণ্যবান লোক ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর লোকেরা শয়তানের কুমন্ত্রণায় এদের মূর্তি স্থাপন করে। কালক্রমে ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিতদের তিরোধানের পর জ্ঞানচর্চা ওঠে গেলে লোকেরা এসব মূর্তির পূজা শুরু করে।[৩২] নিছক স্মৃতি রক্ষার্থে অঙ্কিত ছবি ও নির্মিত ভাস্কর্য কিভাবে মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ আয়াতের ভাষ্যে। আয়াতটির ইশারাতুন নস-এর (মূল বক্তব্য হতে প্রাপ্ত ইঙ্গিত) ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন নিছক স্মৃতি রক্ষার্থে কিংবা শিল্প চর্চার উদ্দেশ্যে অঙ্কিত ছবি বা নির্মিত ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা এ আয়াতেই বিদ্যমান।

## হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ:

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যারা শরী'আহ-এর উৎস হিসেবে হাদীস মানতে চান না। তাদের যুক্তির জবাব দেয়া কিংবা হাদীস বা সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আল-কুরআনের ঘোষণা অনুসারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৩০. আল-কুরআন ৭১:২৩

৩১. 'ওয়াদ্দ' ছিল কুযাআ গোত্রের শাখা বনী কালব উপগোত্রের উপাস্য দেবতা। তারা দওমাতুল জন্দালে এর একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল। ঐতিহাসিক কালবী বলেন, এর মূর্তি বিরাট আকৃতির পুরুষ সদৃশ ছিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরাও একেই মাবুদ মানত। তাদের কাছে এর নাম ছিল উদ। আর তাই আরব ইতিহাসে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় 'আবদে উদ'।
'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী। তার মূর্তি ছিল নারী আকৃতির। ইয়ামবুর-এর কাছাকাছি রুহাত নামক স্থানে এর মন্দির ছিল।
ইয়াগুছ' ছিল 'তাই' গোত্রের 'আনউম' শাখা ও মাযহেজ গোত্রের কোন কোন শাখার উপাস্য দেবতা। মাযহেজ অধিবাসীরা ইয়ামেন ও হিজাজের মধ্যবর্তী 'জুরাশ' নামক স্থানে এর বাঘাকৃতি সদৃশ মূর্তি স্থাপন করেছিল। কুরাইশ বংশের কারো কারো নাম 'আবদে ইয়াগূছ' ছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।
'ইয়াউক' ইয়ামেনের হামাদান অঞ্চলের খাইওয়ান শাখার উপাস্য ছিল। তার মূর্তি ছিল অশ্বাকৃতির। ডহময়ার অঞ্চলের অধিবাসী হিময়ার গোত্রের আলে-যয়ালকুলা নামক শাখার লোকদের উপাস্য ছিল নসর। বালখ নামক স্থানে তার মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার আকৃতি ছিল শকুনের অনুরূপ। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে এর নাম দেযা হয়েছে নসওয়ার। আরব ও এর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে যেসব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়, উহার অধিকাংশ মন্দিরের সিংহদ্বারে শকুনের প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। [ [সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, খ. ১৮, পৃ. ৬৭

৩২. *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুত্-তাফসীর, খ. ২, পৃ. ৬২০

www.nagorikpathagar.org

ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীও ওহী হিসেবে পরিগণিত; যদিও তা *ওয়াহী গাইর মাতলু*। শরী'আহ-এর বিধি-বিধান নির্ধারণে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনে ইসলামী আইনের রাজপথ বিধৃত হয়েছে। হাদীসের মাধ্যমেই আমরা ইসলামী শরী'আহ-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছি। হাদীস বাদ দিয়ে নামায-রোযাসহ অবশ্য পালনীয় অনেক দৈনন্দিন 'ইবাদাত-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ জানা সম্ভব হবে না। আর তাই হাদীস ইসলামী শরী'আহ-এর দ্বিতীয় উৎস বলে পরিগণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বেশ কয়েকটি হাদীস বিপুল সংখ্যক সনদের সূত্রে হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। সমন্বিতভাবে হাদীসগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে:

**عن عائشة، أنها قالت: واعد رسولَ الله (ص) جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده ولارسلُه. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال: يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟ قالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله (ص): واعدتني فجلست لك فلم تأت؟ فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك؛ إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.**

১) 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: জিবরীল (আ) এক নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রতিশ্রুত সময় এল, কিন্তু তিনি আসলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি সেটি ফেলে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর দূতেরা তো ওয়াদার বরখেলাফ করেন না।' তারপর তিনি এদিক সেদিক তাকালেন, হঠাৎ তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা পেলেন। তিনি বললেন: আয়িশা, এ কুকুর কখন ঢুকল? তিনি (আয়িশা রা.) বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি জানি না। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ওটি বের করে দেয়া হল। তারপর জিবরীল (আ) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমি বসেও ছিলাম। এলেন না যে?' জবাবে জিবরীল বললেন: 'আপনার ঘরে যে কুকুর ছিল সেটি আমাকে বারণ করেছিল। আমরা সে'ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি/ভাস্কর্য থাকে।'[৩৩]

---

৩৩. *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-লিবাস ওয়া আল-যীনাহ, (কায়রো: দার আল- হাদীস ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৫২৯

www.nagorikpathagar.org

হাদীসটি ইমাম মালিক (৭৯৫ খৃ.), আল বুখারী (৮৭০), মুসলিম (৮৭৫), আত্ তিরমিযী (৮৯২), আবু দাউদ, আন্ নাসাঈ, ইবন মাজাহ, দারাকুতনী ও আল তাবরানীসহ অনেক হাদীসবেত্তা উল্লেখ করেছেন।[৩৪] শুধু *সহীহুল বুখারী* ও *সহীহ*

---

এখানে একটি গবেষণা প্রবন্ধ সম্পর্ক ইঙ্গিত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ প্রত্রিকায় *ইসলাম ও ভাস্কর্যশিল্প: বিরোধ ও সমন্বয়* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে বক্ষমান হাদীসটি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমার প্রবল ধারণা ওই বিকৃতি ইচ্ছাকৃত ছিল না, বরং মূল উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ না করে দ্বৈতয়িক সূত্র ব্যবহার করায় তা ঘটেছে। পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সেই বিকৃতি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ওই প্রবন্ধকার লিখেছেন:

'অন্য একটি হাদীসে আছে তিনদিন যাবৎ জিব্রাইল নবীর ঘরে আসছেন না। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল নবীর বাসগৃহের খাটের নিচে কুকুরছানা মরে পড়ে আছে। তা ফেলে দেয়া হল। জিব্রাইল এলেন। নবী গত তিন দিন না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর এল, 'যে ঘরে মরা কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে জিব্রাইল প্রবেশ করে না।' [আবদুল বাছির, *ইসলাম ও ভাস্কর্যশিল্প: বিরোধ ও সমন্বয়*' কলা অনুষদ পত্রিকা, সংখ্যা ১, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬ পৃ. ৩]

এ উদ্ধৃতিটিতে হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনটি ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে:

ক) 'তিনদিন যাবৎ জিব্রাইল নবীর ঘরে আসছেন না।'

এ হাদীসটি যত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে এমন তথ্য নেই যে জিব্রাইল তিন দিন ধরে আসেননি। বিভিন্নস্থানে বর্ণিত হাদীসটির নানা ভাষ্য একত্র করলে বুঝা যায়-এক রাতে জিবরীল (আ) ওয়াদামতো না আসাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারপরনেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরদিন সকালে অনুসন্ধান করে খাটের নিচ থেকে কুকুরছানা বের করে দেয়ার পর জিবরীলের আগমন ঘটে।

খ) 'কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল নবীর বাসগৃহের খাটের নিচে কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।'

রাসূল (সা) এর ঘরে কুকুরছানা মরে পড়ে থাকার বিষয়টি একেবারে অসত্য কথা। বিপুলসংখ্যক বর্ণনাসূত্রে জানা যায়, খাটের নিচে কুকুরছানা ছিল। কোথাও বলা হয়নি কুকুরছানা মরে পড়ে ছিল।

গ) 'যে ঘরে মরা কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে জিব্রাইল প্রবেশ করে না।'

এখানেও আংশিক বিকৃতি রয়েছে। জিবরীল আ. মরা কুকুরের কথা বলেননি। জিবরীলের জবাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হুবহু উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন, 'আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি থাকে।' আবার জিবরীলের জবাব যখন নিজের ভাষায় উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

প্রবন্ধটিতে নবী-পরিবারের রুচি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা হয়েছে:

'তবে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠা অবান্তর নয় যে, তিন দিন ধরে মরা কুকুর পড়ে থাকল অথচ কেউ টের পেল না বা দুর্গন্ধও বের হল না।'

অসত্য তথ্যের ওপর নির্ভর করার কারণে এ মন্তব্য করা সম্ভব হয়েছে। কুকুরটি মরা ছিল না। তাই গন্ধ বের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নাবী (সা)-এর পরিবারের কোন ঘটনা উল্লেখের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। এই ধরণের অসতর্ক মন্তব্য নবীপরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার নামান্তর এবং এর ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। এছাড়াও গবেষণাপ্রবন্ধে এ ধরণের তথ্যবিকৃতি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

৩৪. *সহীহুল বুখারী* খ. ৩,পৃ. ২০৪, ২০৬; *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫২৯-৩০; *সুনান আত্-তিরমিযী*, বাব মা জাআ আন্নাল মালাইকাতা লা তাদখুল বায়তান ফীহী সূরাহ ওয়ালা কালব (আল-মদীনা: মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী তা.বি.) খ.৪, পৃ. ২০০-০১; *সুনান আবু দাউদ*, বাব ফি আল-জুনুব উআখখিরুল গোসল (কায়রো: দার আল-হাদীস), খ.১, পৃ. ৫৮; সুনানুন্-নাসাঈ, বাব আল-তাসাবীর, খ. ৪, পৃ. ২১২-১৩; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাব আল-লিবাস: বাব আল-সুওয়ার

www.nagorikpathagar.org

*মুসলিমের* অন্যূন ১২টি স্থানে বর্ণনাটি এসেছে। কমপক্ষে ৭ জন সাহাবী -ইবনু 'উমার, ইবনু আব্বাস (আবু তালহার মাধ্যমে), আবু তালহা, আবু হুরাইরা, 'আয়িশা, মায়মূনাহ রা. ও আলী রা.- হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটিকে 'খবরে মাশহুর' বলে গণ্য করা যায়।[৩৫] অতএব ইসলামী বিধান প্রমাণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এখানে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো স্পর্শ না করে শুধু মূল বিষয়বস্তুর ওপর দৃকপাত করা হচ্ছে।[৩৬]

কোন কোন বর্ণনায় পুরো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাওবা শুধু মূল বক্তব্যটুকু আছে। ছবি/ভাস্কর্য বোঝাতে বেশীরভাগ বর্ণনায় صورة শব্দটি এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় تصاوير; কোথাওবা تماثيل শব্দটি এসেছে। صورة শব্দের বহুবচন রূপ صور ও উল্লেখিত হয়েছে কয়েকটি রিওয়ায়াতে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শব্দগুলো সমার্থবোধক।

এ হাদীস থেকে জানা গেল ঘরে কুকুর বা ছবি/ভাস্কর্য থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সুতরাং ছবি টাঙানো বা ভাস্কর্য স্থাপন একটি গর্হিত কাজ। তবে এটি কোন পর্যায়ের (হারাম না মাকরূহ পর্যায়ের) গর্হিত কাজ তা এ হাদীস থেকে জানা গেল না। ঘরে কীসের ছবি থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না তাও এ হাদীসে পরিস্কার নয়। তবে এ হাদীসের-ই অন্য একটি ভাষ্য যা *সহীহুল বুখারী*তে এসেছে তা হতে জানা যায় যে, প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্য থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না।[৩৭] যেসব ছবি রাখার অনুমতি আছে সেগুলো থাকলে ফেরেশতা প্রবেশে কোন অসুবিধা নেই।[৩৮]

এ পর্যায়ে আমরা কিয়ামাত দিবসে চিত্রকর ও ভাস্করদের শাস্তির উল্লেখ সম্বলিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করব। নবীপত্নি 'আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিসম্বলিত পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে এ হাদীসটি বর্ণিত হলেও অনেক বর্ণনায় ঘটনার বিবরণ ছাড়া শুধু মূল বক্তব্যটুকু এসেছে। বর্ণনাগুলো সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে:

**عن مسلم كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأي في صفته تماثيل فقال**

---

ফি আল-বাইত, খ. ২, পৃ. ১২০৩; ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল-বারী* (কায়রো: দার আল-তাকওয়া লি আল-নাশর ওয়া আল-তাওযী' ২০০), খ. ১০, পৃ. ৪৩৩

৩৫. যে হাদীসের সনদের সকল পর্যায়ে কমপক্ষে তিনজন রাবী বা বর্ণনাকারী থাকে সেটি খবরে মশহূর। আর যে হাদীসে সনদের কোন না কোন পর্যায়ে তিনজনের কম রাবী থাকে সেটি খবরে ওয়াহেদ। [ড. মুহাম্মদ 'আজীজ আল-খাতীব, *উসূল আল-হাদীস* (বৈরুত: দার আল-ফিকর ১৯৮৯), পৃ. ৩৬৪]

৩৬. ঘরে ছবি/ভাস্কর্য বা কুকুর থাকলে কোন ধরণের ফেরেশতা প্রবেশ করে না বা কেন প্রবেশ করে না, এসব বিষয় জানতে হলে দেখুন, ইবনু হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত খ. ১০, পৃ. ৪৩৩-৩৪

৩৭. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-মাগাযী, বাব শুহূদ আল-মালাইকা বাদরান, খ. ২, পৃ. ৩৩৮

৩৮. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত খ. ১০, পৃ. ৪৩৪

www.nagorikpathagar.org

سمعت عبد الله قال سمعت النبي (ص) يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون

২) [আবু আল-দুহা] মুসলিম [ইবন সুবাইহ] হতে বর্নিত, আমরা একবার মাসরূকের সাথে ইয়াসার ইবনু নুমাইরের বাড়িতে ছিলাম। তিনি (মাসরূক) বাড়ির তাকে ছবি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি আবদুল্লাহকে [ইবনু মাস'উদ] বলতে শুনেছি, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে শুনেছেন, 'নিশ্চয় কিয়ামাত দিবসে সবচাইতে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে চিত্রকর/ভাস্কর্য নির্মাতারা।'

আল-বুখারী ও মুসলিম-দু'জনেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় ছবিটি ছিল যিশুমাতা মারইয়াম (আ)-এর।[৩৯] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল চিত্রকর/ভাস্কর কিয়ামাত দিবসে সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। বিষয়টি অযৌক্তিক মনে হতে পারে। চোর, খুনী বা এ-জাতীয় অপরাধীদের চাইতে চিত্রকররা অধিকতর বেশি শাস্তির অধিকারী হবে? তবে এ হাদীসের অন্যান্য ভাষ্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে এ সংশয় দূর হবে, যেখানে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অব্যয় إن-এর পর مِن রয়েছে। অর্থাৎ চিত্রকর/ভাস্কর সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।

عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة، فرأي في أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة.

৩) আবু যুর'আ বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মদীনার একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে দেখলেন এক চিত্রকর ঘরের ওপরের দিকে ছবি আঁকছে। তখন তিনি (আবু হুরাইরা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, [আল্লাহ বলেন] 'যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে যায় তার চাইতে অধিক যালিম আর কে হতে পারে? তারা বীজ সৃষ্টি করুক, ওরা পিঁপড়া সৃষ্টি করুক!'

আল-বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় বাড়িটি ছিল মদীনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকামের [(৬২৩-৬৮৫) উমাইয়া খলিফা (৬৮৪-৬৮৫)]।[৪০]

---

৩৯. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৪; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩৬

৪০. *সহীহুল বুখারী*, খ. ৩, পৃ.২০৫; *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৭

www.nagorikpathagar.org

চিত্রাঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণটি এই হাদীস থেকে জানা গেল। কারণটি হলঃ প্রাণীর আকৃতি নির্ধারণ একমাত্র আল্লাহর কাজ। অতএব প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের মানে হল সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। এ-কালের কিছু 'আলিম এ-হাদীসের দূরবর্তী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের মতে 'প্রাণীর ছবি আঁকা তখনই হারাম হবে যদি চিত্রকর আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকর্মে পাল্লা দেওয়ার নিয়তে তা করে থাকে। অন্যথায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন হারাম হবে না।'[৪১]

এ ধরণের বক্তব্য উদ্ধৃত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। মারওয়ান ইবনুল হাকাম নিশ্চয় আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতার নিয়তে ছবি অঙ্কন করেননি। তবুও আবু হুরাইরা (রা) ঐ কাজকে সৃষ্টিকাজে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেওয়ার নামান্তর বলে গণ্য করেছেন। এ হাদীসের চেতনা অনুসারে বলা যায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন মাত্রই সৃষ্টির কাজে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার শামিল।

**عن النضر بن أنس بن مالك، قال، كنت جالسا عند ابن عباس، فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله (ص)، حتى سأله رجل: أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس ادنه. فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ.**

৪) আল-নাদর ইবনু আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাসের কাছে বসে ছিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্ধৃতি না দিয়ে ফাতওয়া দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি ছবি আঁকি আর ভাস্কর্য বানাই। ইবনু 'আব্বাস বললেন, 'কাছে এসো।' লোকটি কাছে গেলে ইবনু আব্বাস বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ করবে কিয়ামাতের দিন তাকে তাতে প্রাণ সঞ্চারের নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকে দিতে পারবে না।'[৪২]

এ হাদীসটি আল-বুখারী, মুসলিম, আন্-নাসাঈসহ অন্য অনেক সংকলক উল্লেখ করেছেন। আন্-নাসাঈ-এর বর্ণনা হতে জানা যায় লোকটি ইরাক হতে

---

৪১. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, *আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশকঃ দার আল-ফিকর ১৯৮৪), খ. ৪, পৃ. ২৬৭০

৪২. *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩; পৃ. ৫৩৭

www.nagorikpathagar.org

এসেছিল।[৪৩] আল-বুখারীর বর্ণনা থেকে প্রশ্নকর্তার সওয়াল ও ইবনু 'আব্বাসের জবাবের আরো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। লোকটি এসে বলল: 'আমার উপার্জন হয় হস্তশিল্পের মাধ্যমে; আমি এসব ছবি আঁকি। আপনি এ বিষয়ে ফাতওয়া দিন।'[৪৪] ইবনু আব্বাস অত্যন্ত কোমলতা ও সহৃদয়তার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দেন। এ হাদীস থেকে জানা গেল *প্রাণীর* ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য হারাম। কারণ কিয়ামাতের দিন আঁকিয়ে ও ভাস্করকে স্বীয় কর্মে প্রাণ ফুঁকে দিতে বলা হবে। প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله (ص) قام على الباب فلم يدخل، فعرفتُ أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت، يا رسول الله! أتوب إلي الله وإلي رسوله. فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله، ما بال هذه النمرقة؟ فقالت، اشتريتها لك، تقعدها وتوسدها، فقال رسول الله (ص)، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم، احيوا ما خلقتم. ثم قال، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

৫) 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একটি বালিশ/কুশন কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেটি দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তিনি [আয়িশা] তাঁর [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] চেহারায় নারাজির ভাব দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। আমি কী পাপ করেছি?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এ বালিশ/কুশন কেন?' আয়িশা (রা) বললেন, 'আমি এটি আপনার জন্য কিনেছি, যেন আপনি এর ওপর বসতে পারেন আর মাথায় দিতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ বললেন: 'এইসব ছবির নির্মাতাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[৪৫]

عن عمران بن حطان أن عائشة حدثته أن النبي (ص) لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه

৬) 'ইমরান ইবনু হিত্তান হতে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা) তার কাছে হাদীস বর্ণনা

---

৪৩. *সুনান আন-নাসাঈ*, বাব আল-তাসাবীর, খ.৪, পৃ. ২১৫
৪৪. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-বুয়ূ', খ. ১, পৃ. ৫২৬-২৭
৪৫. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

www.nagorikpathagar.org

করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর ঘরে ক্রুশ চিহ্নিত কোন বস্তু ধ্বংস না করে রাখতেন না।[৪৬]

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণকারীর পরকালীন শাস্তির উল্লেখ সম্বলিত হাদীসগুলো সিহাহ সিত্তাহসহ অনেক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কেবল সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে কমপক্ষে ২০টি স্থানে এ-সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবী [ইবনু 'উমার, 'আয়িশা, ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা)] হতে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত। এ পর্যন্ত উল্লেখিত হাদীসসমূহে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে বেশ কিছু বিধান পাওয়া যায়। ইমাম নওয়াবী (৬৭৬/১২৭৭) অনুসরণে তা উল্লেখ করা হচ্ছে:

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن وغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها....

وأما اتخاذ المصور الذي فيه صورة الحيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام.

আমাদের ইমাম ও অন্যান্য 'আলিমগণ বলেন, প্রাণীর চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য নির্মাণ কঠিনতম হারাম, কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ তা হাদীসসমূহে উল্লেখিত কঠিন হুমকি দ্বারা ভীতিপ্রদর্শিত। হীন কাজে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করুক বা অন্য কোন কারণে তৈরি করুক-প্রাণীর ছবি তৈরি সর্বাবস্থায় হারাম। কারণ এটি সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টার নামান্তর। কাপড়ে, বিছানায়, মুদ্রায়, পাত্রে বা প্রাচীরে যেখানেই অঙ্কন করুক না কেন, তা হারাম।

আর ছবিযুক্ত কোন কিছু যদি প্রাচীর বা দেয়ালে ঝুলানো থাকে, কিংবা তা যদি হয় পরিধেয় বস্ত্র বা পাগড়ী বা অন্য কিছু -যা তুচ্ছ ব্যবহার বলে পরিগণিত নয়- তাহলে সে ধরণের ব্যবহারও হারাম।[৪৭]

৬ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, জড় পদার্থের ছবি অঙ্কন ও ব্যবহার হারাম হতে পারে যদি তা অন্য ধর্মের চিহ্ন বা উপাসনার বস্তু হয়।

---

৪৬. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫

৪৭. *সহীহ মুসলিম বি শরহ আল-নওয়াবী* (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৪), খ. ৭, পৃ. ৩৪১-৩৪৪

www.nagorikpathagar.org

ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ব্যবহার হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ما له ظل (যার স্বতন্ত্র ছায়া আছে অর্থাৎ ভাস্কর্য) এবং ما ليس له ظل (যার স্বতন্ত্র ছায়া নেই অর্থাৎ চিত্রকর্ম) সবই সমান।[৪৮] মোদ্দাকথা প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ এবং এগুলোর সম্মানজনক ব্যবহার হারাম। এটি পূর্বসূরি আলিমগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অভিমত। তাঁদের এ অভিমত মনগড়া নয়; উপর্যুক্ত হাদীসগুলোতে তাঁদের অভিমতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পূর্বসূরি আলিমগণের অতি ক্ষুদ্র একটি দলের মতে, প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম; তবে প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা ব্যবহার হারাম নয়। তাদের যুক্তিগুলো এ প্রবন্ধে আরো পরের দিকে আলোচনা করা হবে।

এখানে ভিন্ন একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই; অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ এমন কি অপরাধ যে এর জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে? হাদীসের আলোকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

২ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা জানা যাচ্ছে যে, চিত্রকর বা ভাস্কর কিয়ামাত দিবসে কঠিনতম শাস্তি (أشد العذاب) ভোগ করবে। এমন কঠোর শাস্তির ঘোষণা কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য হয়। যেমন, ফির'আউনের অনুসারীদের ক্ষেত্রে কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[৪৯] ফির'আউন ছিল আল্লাহদ্রোহী শাসক যে কিনা নিজেকে রব বলে দাবী করত। প্রশ্ন হল, ভাস্কর্য নির্মাণ কি চুরি, ব্যভিচার কিংবা হত্যার চাইতে মারাত্মক কিংবা ঐগুলির সমপর্যায়ের অপরাধ? এটা এমন কি অপরাধের কাজ যে তার জন্য ফির'আউনের অনুসারীদের মত শাস্তি দেয়া হবে? এ প্রশ্নের জবাবে 'আলিমগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন:

ক) আত্-তাবারী বলেন, যেসব দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেউ যদি জেনেশুনে তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তাহলে সে মুসলিম থাকতে পারে না। ফলে সে ফির'আউনের অনুসারীদের ন্যায় কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হবে। অবশ্য কেউ যদি দেব-দেবী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করে তবে সেও গুনাহগার হবে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

খ) কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার উদ্দেশ্যে ছবি/প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তবে সে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হবে।

---

৪৮. আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩৬

৪৯. আল-কুরআন ৪০:৪৬

www.nagorikpathagar.org

অপরাপর প্রতিকৃতি নির্মাতার তুলনামূলক কম শাস্তি ভোগ করবে।[৫০]

এসব ব্যাখ্যার পরও প্রশ্ন থেকে যায়: যে ব্যক্তি পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্য ব্যতীত কিংবা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছা ব্যতীত নিছক শিল্প চর্চার জন্য প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ করে সেও কি গুনাহগার হবে? আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে? হাদীসের বক্তব্যসূত্রে বলা যায়, হাঁ, সেও গুনাহগার হবে। ইরাক হতে যে লোকটি ইবনু আব্বাসের (রা) কাছে এসেছিলেন তিনি মুসলিম ছিলেন; তিনি নিশ্চয় পূজা অর্চনার নিয়তে মূর্তি নির্মাণ করতেন না কিংবা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মানসে ছবি আঁকতেন না, তবুও ইবনু আব্বাস তাকে চিত্রকরের শাস্তি বিষয়ক রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী শুনিয়ে দেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম মুসলিম শাসক ছিলেন, তার বাড়ীর সিলিং-এ তিনি নিশ্চয় দেব-দেবীর ছবি অঙ্কন করেননি কিংবা আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকর্মে পাল্লা দেওয়ার নিয়তে ছবি অঙ্কনের আয়োজন করেননি, তবুও আবু হুরাইরা (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে প্রমাণিত হয় সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে কিংবা পূজা-অর্চনার নিয়ত না থাকলেও প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম। কিন্তু কেন?

কারণ প্রাণীর আকৃতি নির্ধারণ (تصوير ) ও তাতে প্রাণসৃষ্টি (خلق) নিরংকুশভাবে আল্লাহর কাজ। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অন্যতম হল الخالق। [স্রষ্টা] ও المصور। [আকৃতিদানকারী]; শব্দদ্বয় অন্য কারো ওপর প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هو الله الخالق البارئ المصور [তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও আকৃতিদানকারী]। আল-খালিক ও আল-মুসাব্বির এমন দু'টি গুণ যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং যারা প্রাণীর ছবি আঁকে বা ভাস্কর্য নির্মাণ করে তারা যেন আল্লাহর গুণ তাসবীর ও খাল্‌ক-এ কার্যত অংশীদারিত্ব দাবী করে। এ কারণে কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে ভাগ বসাতে চেয়েছিলে, এবার তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর। কিন্তু এটি স্বতঃসিদ্ধ যে কারো পক্ষে দুনিয়া বা আখিরাতে প্রাণসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ফলে সে-চিত্রকর ও ভাস্কর্য নির্মাতাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইবনু আব্বাসের হাদীসে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রাণী ছাড়া অন্য কোন বস্তু যেমন, পাহাড়, বৃক্ষ সাগর কিংবা প্রকৃতি ও নিসর্গের অন্য কোন ছবি অঙ্কন হারাম নয়। প্রশ্ন জাগে: প্রাণী ও অপ্রাণীর মাঝে এহেন পার্থক্যের কারণ কি?

---

৫০. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

**প্রাণীর ও অপ্রাণীর ছবির হুকুমের ভিন্নতার কারণ:**

যদিও পৃথিবীর সকল অণু-পরমাণু আল্লাহর সৃষ্টি, তামাম সৃষ্টিকূল মিলে একটি পিঁপড়া বা মশা এমনকি মশার ডানাও সৃষ্টি করতে অক্ষম, তবুও জড় পদার্থসমূহ ব্যবহারোপযোগী করার ক্ষেত্রে কারো না কারো ভূমিকা থাকে। কিন্তু কোন নির্জীব বস্তুতে প্রাণ সঞ্চার করার কাজে কারো বিন্দুমাত্র অংশীদারিত্ব নেই। এ কারণে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা একটি গমবীজ সৃষ্টি করুক না! প্রাণ সৃষ্টি তো বহু দূরের কথা!

সূরা আল-মু'মিনূনে মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে; প্রথমে বীর্য তারপর রক্তপিণ্ড অতঃপর হাড়, তারপর মাংস সংযোজন-এ সকল পর্যায় একই ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যখনই রূহ ফুঁকে দেয়ার বিষয়টি এসেছে তখনই আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَد خَلَقنَا الإنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِن طِينٍ، ثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقنَا النُطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظَامًا فَكَسَونَا العِظَام لَحمًا. ثُمَّ أنشَاناه خَلقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللهُ أحسَنَ الخَالِقِينَ.

'আমি মানুষকে মাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড হতে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতইনা কল্যাণময়! [আল-কুরআন ২৩: ১২-১৪]

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, শুক্রবিন্দু থকে পূর্ণ অবয়ব পর্যন্ত মাতৃগর্ভে মানুষের শারীরিক গঠনের পর্যায়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে একই ঢং-এ; কিন্তু যখনই প্রাণ সঞ্চারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তখনই বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে গেছে- ثُمَّ أنشَاناه خَلقًا آخَر .

সারকথা হল, এই পৃথিবীর বস্তুনিচয় যদিও আল্লাহর সৃষ্টি, তবু নিষ্প্রাণ পদার্থে উপযোগ সৃষ্টিতে মানুষের হাত থাকতে পারে। কিন্তু নিষ্প্রাণ বস্তুতে প্রাণসৃষ্টি করে তাকে চলাফেরায় সক্ষম, অনুভূতিসম্পন্ন, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন করার পেছনে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো হাত নেই। আর এ কারণে প্রাণীর ছবি অঙ্কন সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার নামান্তর এবং তা হারাম বলে পরিগণিত।

ভাস্কর্য নির্মাণে বৈধতা জ্ঞাপনকারীদের কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত

www.nagorikpathagar.org

হওয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণতার পথে ধাবিত হওয়ার নামান্তর। যেমন রশিদ, করিম, মজিদ ইত্যাদি আল্লাহর নামাবলিতে যেসব গুণ বোঝায় মানুষের চরিত্রে সেগুলির প্রতিফলনের অর্থই হল মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সে অর্থে মুসাব্বির বলতে যে ঐশিগুণ বোঝায় মানুষের চরিত্রে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সঙ্গত নয়।'[৫১]

এ ধরণের বক্তব্য আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞতার নামান্তর। মানুষকে আল্লাহর তাবৎ গুণে গুণান্বিত হতে বলা হয়নি। আল্লাহর গুণাবলির মাঝে অন্যতম হল, আল-কাহ্হার, আল-জাব্বার, ও আল-মুতাকাব্বির; তাই বলে মানুষকে কাহর (পরাক্রম), জাবর (প্রতাপ), ও তাকাব্বুর (অহঙ্কার)-এর গুণে গুণান্বিত হতে বলা হয়নি।[৫২]

## কিছু ছবি ব্যবহার করা বৈধ

**عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة تقول: دخل عليّ رسول الله (ص) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.**

৭) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা (আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলেন; তৎপূর্বে আমি ছবিবিশিষ্ট একটি পর্দা দিয়ে বাসার তাক ঢেকে রেখেছিলাম। এটি দেখে তাঁর মুখের রঙ পাল্টে গেল, তিনি পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, হে আয়িশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচাইতে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষ হতে চায়। 'আয়িশা (রা) বলেন, পর্দাটি কেটে আমি একটি বা দু'টি বালিশ বানিয়েছিলাম।[৫৩]

শব্দে ও বাক্যে সামান্য পরিবর্তনসহ হাদীসটি আল-বুখারী ও মুসলিম কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় দেখা যায় পর্দাটিতে

---

৫১. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত

৫২. العز إزاره والكبرياء ردآؤه، فمن ينازعني عذبته 'গৌরব তাঁর (আল্লাহর) ইযার, অহঙ্কার তার চাদর, যে আমার সাথে বিবাদ করবে আমি তাকে আযাব দেব।' [সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-বির্‌র ওয়া আল-সিলাহ ওয়া আল-আদাব: বাব তাহরীম আল-কিবর, খ. ৪, পৃ. ৩২৭-২৮]

৫৩. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩৩

www.nagorikpathagar.org

ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল।[৫৪] অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, পর্দা কেটে বালিশ বানানোয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপত্তি করেননি।[৫৫] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বালিশটি ব্যবহার করতেন।[৫৬]

أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله (ص) أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن. ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله (ص).

৮) আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে বললেন, গতরাতে আমি এসেছিলাম আপনার নিকট। আমাকে আপনার ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে কিছু বস্তু; আপনার ঘরের দরজায় এমন পর্দা ছিল যাতে মানুষের ছবি ছিল, ঘরে সচিত্র পর্দা ছিল আর ছিল কুকুর। দরজায় যে ছবি আছে তার মাথা কেটে ফেলতে বলুন যাতে সেটি গাছের আকৃতি ধারণ করে, পর্দাটি কেটে দু'টি বসার গদি বানাতে বলুন আর কুকুরটি বের করে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা-ই করলেন।[৫৭]

আত্-তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদও প্রায় একই ভাষায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৫৮]

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال، يأ أبا عباس، إني انسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل

---

৫৪. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩২

৫৫. فلم يعب ذلك علي *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩২

৫৬. فكان رسول الله يرتفق عليهما *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

৫৭. *সুনান আত-তিরমিযী*, বাব মা জাআ আন্নাল মালাইকাতা লা তাদখুল বায়তান ফিহী কালব ওয়া লা ছূরাহ (আল-মদীনা: মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী ত.বি.) খ. ৪, পৃ. ২০১

৫৮. *সুনান আবু দাউদ*, খ.৪, পৃ. ৭৩

www.nagorikpathagar.org

ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيئ ليس فيه روح.

৯) 'সাঈদ ইবনু আবিল হাসান হতে বর্ণিত, আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ এক লোক এসে বলল, হে আবু আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যার উপার্জন হয় হস্তশিল্পের মাধ্যমে; আর আমি এইসব ছবি আঁকি। জবাবে ইবনু আব্বাস বললেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছি তোমাকে তা-ই বলব। আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে/ ভাস্কর্য নির্মাণ করবে, তাতে রূহ ফুঁকে না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। অথচ কখনোই সে রূহ ফুঁকে দিতে পারবে না। [এ কথা শুনে] লোকটি মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেল। [তার এ অবস্থা দেখে] ইবনু আব্বাস বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস! তুমি যদি তা করতেই চাও তবে গাছপালার ছবি আঁক আর এমন বস্তুর ছবি আঁক যার প্রাণ নেই।'[৫৯]

হাদীসটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা ও অতিরিক্ত তথ্যের কারণে ভিন্ন সূত্র হতে আবার উল্লেখ করা হল। লোকটি ছিলেন এক ইরাকী কর্মকার; তিনি ছবি আঁকতেন আর ভাস্কর্য বানাতেন। ইবনু আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে ফাতওয়া চাইলে তিনি সস্নেহে প্রশ্নকর্তাকে কাছে ডেকে আনেন। লোকটি কাছে এসে বসলে তার মাথায় হাত রেখে ইবনু আব্বাস তাকে চিত্রকরের শাস্তি সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী শুনিয়ে দেন। এতে লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে যান; তার এ অবস্থা দেখে ইবনু আব্বাস তাকে নিজস্ব পেশা বহাল রেখে জীবিকা উপার্জনের পথ বাতলে দেন।

গবেষণার ক্ষেত্রে মূল উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। পূর্বোক্ত সেই গবেষক ইবনু আব্বাসের এই হাদীসটি উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, ইবনু আব্বাস নাকি প্রশ্নকর্তাকে ভীষণ ধমক দিয়েছিলেন।[৬০] অথচ প্রকৃত বিষয়টি তার উল্টো। লোকটি হারাম কাজে লিপ্ত আছে জেনেও ইবনু আব্বাস অত্যন্ত কোমলতা, স্নেহ ও সহৃদয়তার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দেন।

عن عائشة ﵂، قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي (ص)- وكان لي صواحب

৫৯. সহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫২৬-২৭

৬০. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

يلعبن معي–فكان رسول الله (ص) إذا دخل يَتَقَمعنَ منه، فيسربهن إليّ فيلعبن معي.

১০) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম-আমার কিছু সখী ছিল যারা আমার সাথে খেলত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘরে আসতেন তখন তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আমার কাছে পাঠাতেন, তারা আবার আমার সাথে খেলত।[৬১]

৭ সংখ্যক হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায় ছবি সম্বলিত কাপড় বা অন্য কোন বস্তুকে যদি টুকরো করে ছবির আকৃতি নষ্ট করা হয় তবে তা ব্যবহার করা বৈধ। তেমনি প্রাণীর ছবি যদি সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার না করে তুচ্ছ কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাও বৈধ। যেমন, বিছানার চাদর বা পাপোষে প্রাণীর ছবি থাকলেও তা ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু প্রাণীর ছবি সম্বলিত পর্দার কাপড় ব্যবহার কিংবা দেয়াল বা প্রাচীরে ছবি টাঙানো হারাম। ইসলাম মূর্তিপূজার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করতে চায়। ছবি অঙ্কন, ছবি টাঙানো, ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ধীরে ধীরে ছবিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত করে। ছবি বা প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে তাতে ফুল দেয়ার মাধ্যমে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে স্মরণ করার ফ্যাশন ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষকে স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায় হল তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন ছবি নেই। অথচ তাবৎ পৃথিবীর মানুষের মনে তাঁর স্মরণ চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

৮ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্যের মাথা কেটে ফেললে সেটি ব্যবহার করা যায়। ছবির মূল অংশ হল মাথা; মাথা কেটে ফেললে ছবি আর ছবি থাকে না। মাথা কেটে ফেললে ছবি বা ভাস্কর্য ব্যবহারের উপযোগিতাও হয়ত নষ্ট হয়ে যায়। এ বিধানের ওপর ভিত্তি করে আবক্ষ মূর্তি নির্মাণের বৈধতা দাবী করা যাবে না। আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ হারাম।

৯ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, গাছপালা ও অপ্রাণীবাচক বস্তুর ছবি আঁকা বৈধ। ইবনু আব্বাস প্রশ্নকর্তা ভাস্করকে গাছ ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি অঙ্কনের অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীসের প্রসঙ্গ টেনে পূর্বোল্লেখিত গবেষক ইবনু আব্বাসের প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গাছেরও প্রাণ আছে; সুতরাং গাছের ছবি যদি আঁকা যায় তাহলে অন্য প্রাণীর ছবি আঁকতে

---

৬১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-আদব: বাব আল-ইনবিসাত ইলা আল-আনাস, খ. ৩, পৃ. ২৪২

www.nagorikpathagar.org

অসুবিধা কোথায়?'[৬২] ইবনু আব্বাস প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে এহেন বক্তব্য একেবারেই অজ্ঞতাপ্রসূত। গাছের যে প্রাণ আছে তা ইবনু আব্বাস ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর কথা আলাদা করে বলেছেন। মুসলিমের বর্ণনানুসারে ইবনু আব্বাসের বক্তব্য নিম্নরূপ: إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له [তোমার যদি তা করতেই হয়, তবে গাছের ছবি আঁক আর এমন বস্তুর ছবি আঁক যার প্রাণ নেই।'] গাছপালাকে তিনি প্রাণহীন বস্তু মনে করলে প্রাণহীন বস্তু বলার পর আলাদাভাবে গাছপালার কথা বলতেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ইবনু আব্বাস অজ্ঞতাবশত গাছপালাকে প্রাণহীন বস্তু বলে গণ্য করেছেন, তবুও 'গাছের প্রাণ আছে; সুতরাং গাছের ছবি আঁকা বৈধ হলে অন্যান্য প্রাণীর ছবি আঁকাও বৈধ' এ যুক্তি মেনে নেয়া যায় না। কারণ গাছের প্রাণ থাকলেও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নেই। এ কারণে বিজ্ঞানের আলোচনায় গাছপালা উদ্ভিদবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত; প্রাণীবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়।

১০ সংখ্যক হাদীসের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ক্ষুদ্র ভাস্কর্য আকারে নির্মিত শিশুদের খেলনা পুতুল ব্যবহার করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কিছু মতান্তর রয়েছে। ইবনু বাত্তাল, দাউদী, ইবনু আল-জাওযীসহ 'আলিমগণের ক্ষুদ্র একটি দল বলেছেন, এই হাদীসটি মানসূখ।[৬৩] তাঁদের এ অভিমতের পক্ষে যুক্তি আছে। আয়িশা (রা) পুতুল নিয়ে খেলতেন বাল্যকালে। আর ছবিসম্বলিত পর্দা টাঙিয়েছেন অনেক পরে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবর বা তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় পুতুল খেলার বৈধতা দানের ঘটনাটি পূর্বের ঘটনা। অতএব ছবিসম্বলিত পর্দার হাদীস দ্বারা পুতুলের বৈধতার হাদীসটি মানসূখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরো কিছু ক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার বৈধ, যেমন চিকিৎসা শিক্ষার উপকরণ হিসেবে প্রস্তুত প্রাণীর ছবিও বৈধ।

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করার পাশাপাশি আহরিত বিধি-বিধানও উল্লেখ করা হল। এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক অথচ বিতর্কিত দু'টো বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

---

৬২. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৬৩. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০ পৃ. ৬০২

www.nagorikpathagar.org

## প্রাণীর ছবি আঁকার বৈধতাজ্ঞাপনকারীদের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম হওয়ার বিষয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেকাল ও একালের আলিমদের মাঝে কোন মতান্তর নেই। কিন্তু প্রাণীর ছবি অঙ্কনের বিষয়ে সামান্য মতভেদ রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন হারাম হওয়ার দলিলগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে পূর্বসূরি আলিমগণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং বর্তমান যুগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের অনেক 'আলিম বলেন, যে কোন পন্থায় অর্থাৎ তুচ্ছভাবে হোক বা সম্মানজনক উপায়ে হোক- প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা বৈধ। পূর্বসূরিদের মাঝে যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (১০৯ হি.), আল-খাত্তাবী ও আল-মাক্কী। আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ, আবু বকর (রা)-এর পৌত্র ও মদীনার সাত ফকীহ-এর একজন। আয়িশা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ায় তিনি তাঁর ফুফীর কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি খুবই গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি। ইমাম নওয়াবী ও ইবন হাজর বলেছেন, আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ প্রাণীর ছবি আঁকা বৈধ মনে করতেন। এ দাবীর পক্ষে আমি আল-কাসিম-এর কোন বক্তব্য খুঁজে পাইনি। তবে জীবনের একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়া হয় এবং দাবী করা হয় যে, তিনি প্রাণীর ছবি ব্যবহার বৈধ মনে করতেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

عن ابن عون: دخلت علي القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء.

'ইবনু 'আউন বলেন, 'আমি আল-কাসিম (ইবনু মুহাম্মাদ)-এর আপার মক্কাস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করলাম; দেখলাম তার বাড়ীতে বাসর শয্যা তৈরি করা হয়েছে আর তাতে রয়েছে কুন্দুস (beaver) ও 'আনকা (griffin) পাখির ছবি।[৬৪]

ইবনু আবি শাইবা বিশ্বস্ত সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু এর মতন বা মূলভাষ্য প্রত্যয় উৎপাদক নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, হযরত আয়িশা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর মিসরের গভর্নর থাকাকালে মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুসারীদের হাতে নিহত হন। তখন আল-কাসিম (রাহ)-এর বয়স মাত্র এক বছর। তারপর তিনি স্নেহময়ী ফুফী আয়িশা (রা)-এর কাছে

---

৬৪. ইবনু আবি শাইবা, *আল-কিতাব আল-মুসান্নাফ ফি আল-আহাদীস ওয়া আল-আছার* (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ১৯৯৫) খ. ৫ পৃ. ২০৮

www.nagorikpathagar.org

প্রতিপালিত হন। তিনি আয়িশা (রা) হতে অনেক হাদীসও বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয় মদীনার প্রসিদ্ধ সাত ফকীহ-এর একজন ছিলেন তিনি। মক্কায় তাঁর কোন বাড়ি ছিল, এমন তথ্য আমাদের অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। এ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে কুন্দুস ও আনকা পাখীর ছবি ছিল حجلة-এ। حجلة -এর অর্থ হল নববধুর জন্য তৈরি পর্দাঘেরা চোরকুঠুরি (alcove)। এতে বুঝা যায় ঘটনাটি ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের। কিন্তু এটি কার বিয়ের অনুষ্ঠান তা অবশ্য জানা যায়নি। আল-কাসিমের নিজের বিয়ে না তার কোন সন্তানের বিয়ে। এ ঘটনাকে সাধারণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছুটা সাজসজ্জা করা হয় এবং অনেক সময় তাতে গৃহকর্তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রাণীর ছবির বৈধতার স্বপক্ষে আল-কাসিমের স্পষ্ট কোন উক্তি পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এটি নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা বৈধ মনে করতেন।

আল-কাসিমকে বাদ দিয়েও পূর্বসূরিদের ক্ষুদ্র একটি দল পাওয়া যায় যারা প্রাণীর ছবি বৈধ মনে করতেন। আর আধুনিক যুগের মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'আলিম মনে করেন, প্রাণীর ছবি বৈধ। ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী (১৯৩২-) ও আল-সায়্যিদ সাবিক প্রাণীর ছবির বৈধতার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দিয়েছেন আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করব।

**যুক্তি ১: আবু তালহা আনসারীর হাদীস**

**أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر عبيد الله الخولاني، أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله (ص) قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.**

**قال بسر: فمرض زيد بن خالد، فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك.**

বুসর ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর সাথে 'উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানী ছিলেন, তাঁদের কাছে যায়েদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

বুসর বলেন: যায়েদ ইবনু খালিদ একবার অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে

www.nagorikpathagar.org

গেলাম। তার ঘরে আমরা ছবিওয়ালা একটি পর্দা দেখতে পেলাম। আমি 'উবাইদুল্লাহকে বললাম, যায়েদ না আমাদেরকে ছবির ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন? [এখন তাঁর ঘরের পর্দায় ছবি কেন?] তিনি ['উবাইদুল্লাহ] বললেন, তিনি বলেছিলেন, কাপড়ে অঙ্কিত রেখা ব্যতীত। আপনি শুনেন নি? বুসর বললেন, না। 'উবাইদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, তিনি এই বাক্যটি উল্লেখ করেছিলেন।[৬৫] এ হাদীসটি আল-বুখারী ও মুসলিম কয়েকস্থানে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আহমদ ও চার সুনানেও হাদীসটি এসেছে। বিখ্যাত সাহাবী আবু তালহা আনসারী (রা) হলেন এ হাদীসের প্রথম রাবী। দ্বিতীয় রাবী যায়েদ ইবনু খালিদও (রা) একজন সাহাবী। তাঁর দু'ছাত্র বুসর ইবনু সাঈদ ও 'উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানী দু'জনেই তাবি'ঈ। অর্থাৎ এ হাদীসের সনদে দু'জন সাহাবী ও দু'জন তাবি'ঈ রয়েছেন। 'উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানী উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর পালিত পুত্র। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু এ হাদীসের মূলভাষ্যের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যে বাক্যের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক সেটি হচ্ছে: إلا رقما في ثوب

বাক্যটির সাদামাটা অর্থ হল কাপড়ে অঙ্কিত রেখা ব্যতিত। অর্থাৎ, কাপড়ের ওপর রেখাঙ্কিত ছবি বৈধ।

যারা প্রাণীর ছবি বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন তারা বলেন, ثوب শব্দটি সাধারণভাবে যে কোন ধরণের কাপড়কে বুঝায়। তেমনিভাবে رقم শব্দ দ্বারা কাপড়ে ছাপ দেওয়া যে কোন ছবি বোঝায়। অতএব প্রাণীর ছবি হোক বা অপ্রাণীর ছবি হোক তা যদি কাপড়ে ছাপ আকারে থাকে তাহলে তা বৈধ। সে কাপড় বিছানার চাদর, দেয়ালের পর্দা কিংবা পরিধেয় বস্ত্র যা কিছুই হোক না কেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সুপরিচিত লেখক সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) কিয়াসের সূত্র ব্যবহার করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কাপড়ের ওপর ছবি আঁকা হত। বর্তমানে কাপড়ের স্থান দখল করেছে কাগজ। সুতরাং কাগজের ওপর আঁকা যে কোন মাধ্যমের যে কোন কিছুর ছবি বৈধ।[৬৬] ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী ও আল-সায়্যিদ সাবিক বলেন, এ হাদীস দ্বারা আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদসিটি মানসূখ হয়ে গেছে,

---

৬৫. সহীহ মুসলিম খ. ৩, পৃ. ৫৩১

৬৬. সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, (মুহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম চৌধুরী অনূদিত), *মূর্তি ছবি ও আলোকচিত্র*' ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ১৯৬৩, পৃ. ৫২৯-৫৫০

www.nagorikpathagar.org

যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছবিসম্বলিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে বলেছিলেন।[৬৭]

## পর্যালোচনা

সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম, যারা প্রাণীর ছবির বৈধতার বিপক্ষে, তারা উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু হাজর আল-আসকালানী (রহ) বলেন: 'কাপড়ে প্রাণীর নকশার অনুমতির হাদীসটি [অর্থাৎ একটু আগে উল্লেখিত আবু তালহার হাদীস] নিষেধাজ্ঞার হাদীসের [আয়িশার হাদীস; এ প্রবন্ধের ৫ ও ৭ নং হাদীস] পূর্বের বর্ণনা হতে পারে।'[৬৮] সুতরাং নিষেধাজ্ঞার হাদীস তথা আয়িশা (রা)-এর হাদীসের মাধ্যমে আবু তালহার (রা) হাদীসটি মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে। ইবনু হাজরের এ সমন্বয় গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ হাদীস বর্ণিত হওয়ার সময় নিশ্চিতভাবে না জেনে একটিকে অপরটির নাসিখ [রহিতকারী] বলা যায় না। আবু তালহা (রা) ও আয়িশা (রা)-এর হাদীসদ্বয়ের কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা আমাদের জানা নেই। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। অতএব ছবির বৈধতা জ্ঞাপনকারীরা যে যুক্তি দিচ্ছেন, 'আবু তালহার (রা) হাদীস দ্বারা আয়িশার (রা) হাদীস রহিত' সেটি যেমন গ্রহণযোগ্য নয়; তেমনি ইবনু হাজরের বক্তব্যও সমর্থনযোগ্য নয় যাতে উল্টো দাবী করা হয়েছে: আয়িশার হাদীস দ্বারা আবু তালহার (রা) হাদীস মানসূখ হয়েছে। ইমাম নওয়াবী ভিন্ন এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول علي رقم علي صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان

'আমাদের [শাফিঈ-এর অনুসারী] ও সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমের জবাব হল: আবু তালহার (রা) হাদীসটি গাছপালা ও এমন বস্তুর ছবির ব্যাপারে প্রযোজ্য যার প্রাণ নেই।[৬৯] অর্থাৎ إلا رقما في ثوب বলতে কাপড়ের ওপরে তোলা গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম নওয়াবীর এ ব্যাখ্যার পক্ষে যুক্তি রয়েছে। লক্ষ্য করুন, ব্যতিক্রমের বাক্যাংশটি অর্থাৎ إلا رقما في ثوب আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ

---

৬৭. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৭১; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহ আল-সুন্নাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৬-৫৭

৬৮. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৪৪

৬৯. *সহীহ মুসলিম বিশরহ আল-নওয়াবী*, খ. ৭, পৃ. ৩৪১-৪২

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছেন এমন কোন বক্তব্য হাদীসে নেই। খুব সম্ভবত আবু তালহা (রা) গাছপালা ও অপ্রাণীর ছবির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমোদনের বিষয়টি জানতেন। তাঁর হাদীস শুনে শ্রোতা যেন মনে না করে যে সকল ছবি হারাম, সেজন্য إلا رقما في ثوب বাক্যাংশটি তিনি যোগ করেছেন। অতএব হাদীসটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ: যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তবে কাপড়ে অঙ্কিত গাছপালা বা অপ্রাণীর ছবি এই হুকুমের ব্যতিক্রম। এ ব্যাখ্যার ফলে এ হাদীস ও ছবি সংক্রান্ত অন্য হাদীসগুলোর মাঝে কোন বৈপরিত্য থাকল না। আবু তালহার হাদীসে বুসর (রহ)-এর শব্দচয়নও আমাদের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করছে। আবার লক্ষ্য করুন, যায়েদ ইবনু খালিদের বাড়িতে বুসর প্রাণীর ছবি দেখতে পেয়েছিলেন, এমন দাবী করেননি। তিনি বলেছেন, পর্দায় ছবি দেখতে পেয়েছেন এবং এটা খুবই সম্ভব যে, ঐ পর্দায় গাছপালা বা অন্য কোন অপ্রাণীর ছবি ছিল। অতএব প্রিন্ট বা ব্লকের মাধ্যমে কাপড়ের ওপর তোলা প্রাণীর ছবিকে বৈধ বলা যাবে না। আজকাল তরুণরা বিভিন্ন ব্যক্তির ছবিসম্বলিত টি শার্ট পরিধান করে, সেগুলোর ব্যবহার বৈধ বলা যাবে না। আল্লামা সোলায়মান নদভী যে কিয়াস করেছেন তাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আজকাল কাগজের ওপর যে ছবি তোলা হয় তা إلا رقما في ثوب এর আওতায় পড়ে না। তাই إلا رقما في ثوب - এর ওপর কিয়াস করে কাগজের ওপর চিত্রিত সব ধরণের ছবির বৈধতা দেয়া যেতে পারে না।

**যুক্তি ২: আয়িশা রা.-এর হাদীস**

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসকেও প্রাণীর ছবির বৈধতার পক্ষে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়:

عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله (ص) حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا.

সাঈদ ইবনু হিশাম, আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল যাতে পাখীর ছবি ছিল। বাসায় প্রবেশকালে সেটি সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, এটি পাল্টিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দাও; কারণ যখনই আমি ঘরে ঢুকতে গিয়ে এটি দেখি তখনই আমার দুনিয়ার কথা মনে পড়ে।[৭০]

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, পাখীর চিত্র সম্বলিত পর্দার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথেষ্ট কোমল মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। তিনি পর্দাটি সরিয়ে দিতে বলেছেন এ কারণে যে ওটি তাঁর মনে দুনিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী ও সায়্যিদ সাবিক বলেন, এটি পরবর্তী সময়ের হাদীস যা দ্বারা পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো রহিত হয়ে গেছে। প্রাণীর ছবিসম্বলিত পর্দা বর্জন করা তাকওয়ার নিদর্শন; এটি অবশ্যপালনীয় কোন বিষয় নয়। আর তাই প্রাণীর ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা বৈধ।

**পর্যালোচনা**

পরস্পর বিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের কিছু পন্থা রয়েছে যা উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীসের কোন একটি আগে ও অপরটি পরে বর্ণিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা গেলে পরেরটিকে নাসিখ ও পূর্বেরটি মানসূখ বলে গণ্য করে পরেরটির ওপর 'আমল করা যায়। ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী ও সায়্যিদ সাবিক কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে দাবী করেছেন এ হাদীসটি পরবর্তী সময়ের। হাদীস বা ইতিহাসের কোন গ্রন্থে এ দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। ধারণামূলকভাবে একটি হাদীসকে পূর্বের দাবী করে তার কার্যকারিতা রহিত করার প্রচেষ্টা খুবই দুঃখজনক।

বস্তুত আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিসম্বলিত পর্দা টাঙানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হাদীসসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা বলে মেনে নেয়া যায় না। ড. যুহাইলী ও সায়্যিদ সাবিক-এর মতানুসারে আমরা যদি ধরে নিই নিষেধাজ্ঞার হাদীসসমূহ (এ প্রবন্ধের ৫ ও ৭ সংখ্যক হাদীস) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাড়াচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আয়িশা (রা)-কে প্রাণীর ছবিওয়ালা পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলতে বলেন বা নিজে ছিঁড়ে ফেলেন। আয়িশা (রা) সেটি কেটে বালিশ/কুশন বানালেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চিত্রকর কিয়ামত দিবসে সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের দলভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, যে ঘরে ছবি

---

৭০. *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, পৃ. ৩৫২

www.nagorikpathagar.org

থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এসব জানার পরও আয়িশা (রা) পরবর্তীতে আবার ছবিবিশিষ্ট পর্দা ঝুলাবেন আর সেটি দেখে রাসূলুল্লাহ বলবেন, এটি আমাকে দুনিয়ার কথা স্মরিয়ে দেয়-এটা কি মেনে নেয়া যায়? বস্তুত আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিবিশিষ্ট পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে যে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হাদীস বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও সকল হাদীস একই ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছিল এবং এগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন খুবই সহজ। আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিওয়ালা পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে কঠিন বা সহজ ভাষায় যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের সুবিধার্থে আমরা সেগুলো একত্রে উপস্থাপনে সচেষ্ট হব। আশা করি পাঠকগণ অধৈর্য হবেন না।

**عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخله استقبله فقال لي رسول الله (ص): حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا.**

ক) 'সা'ঈদ ইবনু হিশাম, আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের একটি *পর্দা ছিল যাতে পাখির ছবি ছিল*। কেউ বাসায় ঢুকলে পর্দাটি তার সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, এটি সরিয়ে দাও; *কারণ বাড়ীর ঢুকতে গিয়ে যখনই আমি এটি দেখি দুনিয়ার কথা মনে পড়ে*।[৭১]

এ হাদীসে প্রাণীর ছবির ব্যাপারে কোমল মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা বৈধ।

**عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدم رسول الله (ص) من سفر وقد سترت علي بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته.**

খ) 'হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা 'উরওয়া হতে, তিনি 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সফর থেকে ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে *ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি সম্বলিত একটি পর্দা* ঝুলিয়েছিলাম দরজায়। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি *সেটি খুলে ফেললাম*।[৭২]

এ হাদীস থেকে জানা গেল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

---

৭১. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ৫৩২

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশে আয়িশা (রা) ছবিবিশিষ্ট পর্দাটি খুলে ফেলেন।

**عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول: دخل عليّ رسول الله (ص) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة! إن أشد الناس عذابا يوم القيمة الذين يضاهون بخلق الله.**

গ) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা আল-কাসিম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি আয়িশা (রা) কে বলতে শুনেছেন: রাসূলুল্লাহ আমার ঘরে আসসেন; *তৎপূর্বে আমি আমার একটি তাক ঢেকেছিলাম ছবিওয়ালা পর্দা দিয়ে।* তিনি যখন দেখলেন সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং মুখের রং পাল্টে গেল, বললেন: হে আয়িশা (রা), *কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে যে আল্লাহর সৃষ্টি সদৃশ কিছু বানাতে চায়।*[৭৩]

এ হাদীসে চিত্রকরের শাস্তিও বর্ণিত হয়েছে।

**عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: دخل النبي عليّ وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحّاه فاتخذت من وسادتين.**

ঘ) 'আবদুর রহমান ইবনু আল-কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা হতে, তার পিতা আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলেন, তৎপূর্বে আমি একটি *ছবিবিশিষ্ট চাদর পর্দা বানিয়েছিলাম। তিনি সেটি সরিয়ে দেন।* অতঃপর আমি তা দিয়ে দু'টি বালিশ বানিয়েছিলাম।

এ বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ছবিওয়ালা চাদরটি কেটে আয়িশা (রা) দু'টি বালিশ (কভার) বানিয়েছিলেন।

**عن نافع عن القاسم بن محمّد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله (ص) قام على الباب فلم يدخل، فعرفتُ أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت، يا رسول الله! أتوب إلي الله وإلي رسوله. فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله، ما بال هذه النمرقة؟ فقالت، اشتريتها لك، تقعدها وتوسدها، فقال رسول الله (ص)، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم، احيوا ما خلقتم. ثم قال، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.**

ঙ) নাফি', আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি ছোট গদি (কুশন) কিনেছিলেন যাতে

---

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

www.nagorikpathagar.org

ছবি ছিল; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেটি দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তিনি [আয়িশা] তাঁর [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর] চেহারায় নারাজির ভাব দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। আমি কী পাপ করেছি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এ গদি কেন?' আয়িশা (রা) বললেন, 'আমি এটি আপনার জন্য কিনেছি, যেন আপনি এর ওপর বসতে পারেন আর মাথায় দিতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'এইসব ছবির নির্মাতাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[৭৪]

আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিবিশিষ্ট পর্দা ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা একত্র করা হল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ বলা সম্ভব নয়। সামান্য পর্যালোচনাতেই আমরা দেখতে পাব এগুলো একই ঘটনার বিবরণের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং এগুলো সমন্বিতরূপে উপস্থাপন করা খুবই সহজ।

## আয়িশা (রা) কি কিনেছিলেন?

বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করলে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার কোন এক যুদ্ধে (খাইবর বা তবুক) বের হয়েছিলেন। তখন আয়িশা (রা) ছবিওয়ালা একটি কাপড় কিনেছিলেন। সে কাপড়টি কি ছিল? সেটি কি ছিল দরজা বা তাকের পর্দা না বিছানার চাদর না বালিশের কভার? এক এক বর্ণনায় এক এক শব্দ এসেছে: কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন ستر (পর্দা), কেউ বলেছেন قرام, কেউ বলেছেন نمط, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে درنوك আবার কেউ বলেছেন: نمرقة। قرام, درنوك, ও نمط সমার্থবোধক শব্দ। এগুলো যেমনিভাবে *পর্দা* নির্দেশ করে তেমনিভাবে *বিছানার চাদরও* বুঝায়। পক্ষান্তরে ستر শব্দ দ্বারা শুধু *পর্দা* আর نمرقة দ্বারা *বিছানায় ব্যবহৃত গদি* বুঝায়। বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনায় মনে হয় যে, বিছানার চাদরের অংশ দিয়ে আয়িশা (রা) পর্দা বানিয়েছিলেন। আর তাই তিনি এবং তাঁর ছাত্র আল-কাসিম এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দু'অর্থকে শামিল করে; তারা قرام, درنوك ও نمط-এর যে কোন

৭৪. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

www.nagorikpathagar.org

একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনু হিশাম ও আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম কোন কোন বর্ণনায় ستر শব্দ ব্যবহার করেছেন যা শুধু পর্দার জন্য নির্দিষ্ট; আর নাফি' ব্যবহার করেছেন نمرقة যা বিছানার গদির জন্য নির্দিষ্ট। আরো দেখার বিষয় হল নাফি' ব্যতিত আল-কাসিমের অন্য ছাত্ররা قرام, ستر , درنوك ও نمط শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেবল নাফি' نمرقة শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় নাফি' রিওয়ায়াহ বিল মা'না [শব্দে শব্দে বর্ণনা না করে অর্থগতভাবে বর্ণনা করা।] করেছেন।

ছবিওয়ালা পর্দা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন ভাষায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে কখনো মনে হয় প্রাণীর ছবি ব্যবহার হারাম; কখনো মনে হয় হারাম নয়, তাকওয়ার খেলাফ। উপর্যুক্ত হাদীসগুলো যদি একই ঘটনার ভিন্ন বিবরণ হয় এহেন পরস্পর বিরোধী উক্তিসমূহের মাঝে কীভাবে সমন্বয় করা যাবে? নিম্নের সমন্বয় দেখুন-

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক যুদ্ধে বের হলেন। এ সময় আয়িশা (রা) গৃহসজ্জার কিছু কাজ সম্পাদন করলেন। মহিলারা সাধারণত গৃহসজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে থাকে। তিনি ছবিওয়ালা একটি কাপড় কিনলেন; তারপর এর এক অংশ দিয়ে দরজার পর্দা বানালেন আরেক অংশ দিয়ে ঘরের তাক ঢাকলেন। অন্য একটি অংশ দিয়ে গদির (বা কুশনের) কভার বানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর থেকে ফিরে এ বস্তুগুলো দেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উপরের হাদীসগুলিতে (ক থেকে ঙ) যে প্রতিক্রিয়া বর্ণিত তার সবগুলো তিনি একইসাথে প্রকাশ করেছিলেন; একেক রাবী একেক অংশ বর্ণনা করেছেন।

ধরা যাক্ সর্বপ্রথম তিনি ছবিযুক্ত পর্দা প্রত্যাখ্যান করার কারণ বর্ণনা করেন এই বলে যে, চিত্রকররা কিয়ামাত দিবসে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে। তারপর তা অপছন্দ করার আরো একটি কারণ বর্ণনা করেন এই বলে যে, তা দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর তৃতীয় এক বাক্য দ্বারা তিনি এই যুক্তিকে আরো শাণিত করেন: আল্লাহ আমাদেরকে মাটি আর পাথরকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করতে বলেননি। এভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করা যায়। যেসব হাদীস বিভিন্ন রাবী থেকে বর্ণিত হয় তাতে এই ধরণের বর্ণনাভেদ পাওয়া যায়। রাবীগণ মূল বক্তব্য ও প্রধান ঘটনার দিকে নজর দিতেন; ফলে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়ত। এ কারণে হাদীসের মান ক্ষুণ্ন হয় না।

www.nagorikpathagar.org

**যুক্তি ৩: প্রথম দিকে মূর্তিপূজার পুনরাগমণের আশঙ্কায় প্রাণীর ছবির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মূর্তিপূজার প্রভাব বিলোপ হওয়ায় প্রাণীর ছবি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়।**

সাইয়েদ সোলায়মান নদভী অত্যন্ত জোরালোভাবে এই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে মদপাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়; পরবর্তীতে মদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পাকাপাকিভাবে মুসলিম জনমানসে গেঁথে যাওয়ার পর মদপাত্র ব্যবহারের পুনরানুমতি দেয়া হয়। একই ঘটনা ঘটেছে কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে। প্রথমদিকে কবরপূজার আশঙ্কায় কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করা হয়; পরবর্তীতে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়।

নদভী সাহেব আরো বলেন, আরবে সেকালে প্রধানত দেব-দেবীর ছবি আঁকা হত। তাই প্রথমদিকে মূর্তিপূজার আশঙ্কায় ছবির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে মূর্তিপূজা আরব থেকে সমূলে উৎপাটিত হলে ছবি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। [৭৫]

সায়্যিদ সাবিক ও ড. যুহাইলীও অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

## পর্যালোচনা

শরী'আহ-এর কোন বিধান যদি 'কারণ' সংশ্লিষ্ট হয় সে কারণটি (ইল্লাত) বিদ্যমান না থাকলে বিধানটি রহিত হতে পারে। ছবি নিষিদ্ধ করার একটি কারণ মূর্তিপূজা হলেও সেটি একমাত্র কারণ নয়; কোন হাদীসে বলা হয়নি যে, মূর্তিপূজা চালু হওয়ার আশঙ্কায় ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে, প্রাণীর ছবি আঁকা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। আর তাই প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম করা হয়েছে। এ প্রবন্ধেই আমরা এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি। 'আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া'- এমন একটি কারণ যা কোন কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া শেষের দিকে ছবি রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে; সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতি দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। ইবনু আব্বাস (রা) এক প্রশ্নকর্তাকে প্রাণীর ছবি আঁকতে নিষেধ করেন, আবু হুরাইরা (রা) মদীনার এক ঘরে ছবি দেখে চিত্রকরের শাস্তি সংক্রান্ত হাদীস স্মরণ করিয়ে দেন। এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৭৫. সোলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অনেক পরে। এতে প্রমাণিত হয় পরবর্তীতে ছবি রাখার অনুমতির দাবীটি অসার।

এখানে আরো উল্লেখ করা যায়, মূর্তিপূজা প্রচলনের আশঙ্কায় যদি ছবি নিষিদ্ধ করা হয় তবে এই পরিস্থিতি এখনো বিদ্যমান; এখনো পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ দেব-দেবীর উপাসনা করে থাকে। তদুপরি জাতিসমূহের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মান সর্বদা সমান থাকে না। কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠি আজ মূর্তিপূজামুক্ত আছে বলে ভবিষ্যতে কখনো তাদের মাঝে মূর্তিপূজা সংক্রমিত হবে না- এমন গ্যারান্টি দেয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপে পৌত্তলিকতার পুনরাগমনের বিষয়টি উপস্থাপন করা যায়। ইউরোপের মানুষ একসময় পৌত্তলিক ছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম সহস্রাব্দের প্রারম্ভিক শতকগুলোকে ইউরোপে খ্রিস্টবাদে ছড়িয়ে পড়লে ওই মহাদেশ হতে পৌত্তলিকতা বিদূরিত হয়। মধ্যযুগের ইউরোপ খ্রিস্টধর্মের বহুবিধ সংস্কার প্রত্যক্ষ করে। এক পর্যায়ে এনলাইটমেন্টের সূচনা হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর খ্রিস্টবাদের পরিধি সঙ্কুচিত হয়। ইউরোপে নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়ে। সেই ইউরোপে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে নতুন করে পৌত্তলিকতার উন্মেষ ঘটে। Wicca নামক প্যাগানিজম বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যতম সম্প্রসারণশীল ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারীরা দেবতা হিসেবে গোমূর্তির পূজা করে। ধারণা করা যায় যে, খ্রিস্টবাদের ব্যর্থতার কারণে এই নতুন ধর্মমতের উদ্ভব। আদিতে খ্রিস্টবাদে মূর্তি ছিল না। কিন্তু রোমান সংস্কৃতির সংস্পর্শে যাওয়ার পর খিস্টান আচারে যিশু ও মেরির মূর্তি ঢুকে পড়ে। ইউরোপের খ্রিস্টসমাজে পৌত্তলিকতার পুনরাবির্ভাবের জন্য এই প্রথাকেও দায়ী করা যায়।

মোদ্দাকথা, প্রাণীর ছবির বৈধতার পক্ষের যুক্তিগুলো প্রত্যয় উৎপাদক নয়; ইমাম নওয়াবী বলেন, এটি বাতিল মত। হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানী অবশ্য কিছুটা মোলায়েম শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এটি (مرجوح) অসমর্থিত অভিমত। আধুনিক যুগের 'আলিমগণের একদল অবশ্য তৃতীয় একটি ধারা অবলম্বন করেছেন; তাঁদের মতে প্রাণীর ছবি ব্যবহার হারাম নয়, মাকরূহ। এঁদের কেউ কেউ আবার আরেকটু এগিয়ে বলেছেন, এটি মাকরূহ তানযীহ, আল-কারযাভী এঁদের একজন।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্তির পূর্বে আমি দু'টি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিতে চাই:

قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة:

لقد أبعد غاية البعد من قال: إنّ ذلك محمول علي الكراهة، وأن التشديد كان

www.nagorikpathagar.org

في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا التشديد. . . وهذا القول باطل عندنا قطعا. لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين. وانهم يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص زمانا دون زمان. وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي.

ইবন দাকীক আল-'ঈদ *শরহুল 'উমদাহ* গ্রন্থে বলেন,

সত্য হতে অনেক দূরে রয়েছে ঐ ব্যক্তি যে বলে, এই নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ পর্যায়ের; সেই যুগে ছবির ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয়েছিল, কারণ তারা মূর্তিপূজার কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন। এই যুগে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে, এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তাই ঐ কড়াকড়ি এখন থাকতে পারে না .. [ইবন দাকীক বলেন] এটি একেবারেই পরিত্যাজ্য অভিমত। কারণ হাদীসে চিত্রকরদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর। ঐ বক্তা যা বলছে এ কারণটি তার বিরুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো পরিষ্কার বলেছেন, ওরা সৃষ্টিকাজে আল্লাহ-সদৃশ হতে চায়। এটি একটি সাধারণ কারণ যেটি সর্বযুগে প্রযোজ্য, এমন নয় যে কোন এক যুগে প্রাসঙ্গিক অন্যযুগে অপ্রাসঙ্গিক। স্বব্যাখ্যাত নসের ওপর আমরা কল্পিত অর্থ প্রয়োগ করতে পারি না।

'আল্লামা আহমদ শাকির বলেন:

هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من ٦٧٠ سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضلون، وأتباعهم المقلدون الجاهلون، أو الملحدون الهدامون يعيدونها جزعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئك من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد، تكريما لذكرى من نسبت إليه وتعظيما .. وكان من أثر هذه الفتوى الجاهلة أن صنعت الدولة وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمته مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة، صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون من ذكور وإناث إباحيين مختلطين، لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيره، يصورون فيه الفواجر من

www.nagorikpathagar.org

الغانيات االلائي لا يستحيين أن يقفن عرايا، ويضطجعن عرايا.. ثم يقولون: هذا فن! لعنهم الله. ولعن من رضي هذا منهم وسكت عليه.

'৬৭০ বছরের চাইতে বেশি আগে ইবন দাকীক আল-'ঈদ এ বক্তব্য দিয়েছিলেন এমন এক দল সম্পর্কে যারা তার যুগে বা তার পূর্বে হাদীসের নস নিয়ে তামাশা করত। তারপর আসল ভ্রষ্ট মুফতিরা, তাদের মূর্খ অনুসারী কিংবা নাস্তিকরা যারা বারংবার একই কথা বলেছে এবং হাদীসের নস নিয়ে তামাশা করেছে যেমন তাদের পূর্বে ওরা করেছিল। এ মূর্খ ফতোয়ার পর আমাদের দেশগুলো পৌত্তলিকতার নিদর্শনে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল; মূর্তি স্থাপন করা হল আর তাতে ভরে গেল দেশ। সেই মূর্খ ফতোয়ার ফল দাঁড়াল এই, একটি দেশ মনে করে মুসলিমের দেশ ইসলামের দেশ, অথচ সেটিই আবার ফাইন আর্টস কলেজ প্রতিষ্ঠা করে; এটি যেন পূর্ণমাত্রার অশ্লীলতার কেন্দ্র! উদভ্রান্ত ও অধপতিত তরুণ-তরণীরা এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, দীন-ধর্ম, শালীনতা বা লজ্জাশীলতার কোন ধার ধারে না। তারা গায়িকা-নায়িকা ও মডেলদের ছবি আঁকে যারা নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে পোজ দেয় আর বলে: এটি শিল্প! যারা এসবে সন্তুষ্ট থাকে আর বিনা প্রতিবাদে চুপ থাকে তাদের ওপর আল্লাহর লানত।[৭৬]

## ভাস্কর্য কি বৈধ?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোন কালের কোন ইমাম, মুজতাহিদ বা 'আলিম এ যাবৎ ভাস্কর্য বৈধ বলে অভিমত প্রদান করেননি। সুতরাং এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। তবুও আধুনিক শিক্ষিত একদল মুসলিমের মনে এ বিষয়ে সংশয় আছে। সংশয়ের সূচনায় রয়েছে বিভিন্ন মুসলিম দেশের ছাত্রদের পাশ্চাত্যে অধ্যয়ন। মধ্যযুগেই পাশ্চাত্যে ব্যাপকহারে ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রথম দিকে ভাস্কর্য শিল্প ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। মিকেলেঞ্জেলোর বিখ্যাত শিল্পকর্ম রয়েছে রোমের সিসটিন চ্যাপেলে। ভাস্কররা খৃস্ট ধর্মালম্বী হলেও শিল্প চর্চায় তারা ব্যাপক অশ্লীলতার আগমন ঘটিয়েছেন সেই মধ্যযুগে। ইটালির ফ্লোরেন্সে এখনো দাউদ নবীর (আ) সম্পূর্ণ নগ্ন ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সুযোগ নিয়ে ঐ মহাদেশের গবেষকরা

---

৭৬. এই উদ্ধৃতি দু'টি নেয়া হয়েছে, তকী আল-উসমানী, *তাকমিলাহ ফাতহ আল-মুলহিম* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবা আল-আশরাফিয়া ১৯৯৪), খ. ৩, পৃ ১৬১

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী প্রাচ্যে ভাস্কর্য শিল্পের নমুনার সন্ধানে চষে বেড়ান। উদ্দেশ্য অনেক মহৎ: মুসলিমদের সোনালী যুগের শিল্পচর্চার প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং এর মাধ্যমে মুসলিম মানসে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া যে, ভাস্কর্য নির্মাণে কোন বাধা ইসলামে নেই। মোল্লার অযথা এ ব্যাপারে শোরগোল করে। এ বিষয়টি মুসলিম মানসে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে পাশ্চাত্যের ন্যায় ইসলামী প্রাচ্যেও নগ্নতার সয়লাব বইয়ে দেয়া সম্ভব হবে। তাদের প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও সফল হয়েছে; লূত সাগরের উত্তর-পূর্বে উমাইয়াদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ *কুসাইর 'আমরা* ও ইরাকের *সামার্‌রায়* আব্বাসীয় খলিফাদের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে কিছু প্রাণীর মূর্তি বা দেয়ালে কিছু রিলিফ ওয়ার্ক পাওয়া যায়।[৭৭] এবার যায় কোথায়, প্রাচ্যবিদরা কোরাস শুরু করলেন, 'সেই যুগের মুসলিমরা যদি প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারেন এ যুগের মুসলিমদের অসুবিধা কোথায়?' এইতো গেল ঐতিহাসিক ভিত্তি। এরপর তারা ভাস্কর্য নির্মাণের পক্ষে দালিলিক প্রমাণ অনুসন্ধান শুরু করেন। প্রাথমিক যুগে *সনদ বা বর্ণনাসূত্র পর্যালোচনা বিদ্যা* পূর্ণতা পাওয়ায় আগে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তখন অনেক গ্রন্থকার প্রথানুসারে যে কোন তথ্য উপস্থাপনকালে একটি সনদ ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই সনদ বিশুদ্ধ কিনা তা যাচাই করতেন না। অবশ্য তখনো এই বিদ্যা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেনি। তাছাড়া তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অধিক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা যাতে পরবর্তী প্রজন্ম যাচাই-বাছাই করতে পারেন। ঐ সময়ের কিছু অখ্যাত ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, যেগুলোতে ছবির প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের নমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে বলে দাবী করা হয়। এবারে তারা তৃতীয় প্রকল্পে হাত দেন: তা'হল চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের হাদীসগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এরপর সম্মিলিত প্রোডাক্টটি বাজারে ছাড়া হয়। এ-এসাইনমেন্ট প্রথমে প্রয়োগ করা হয় পাশ্চাত্যে পড়তে যাওয়া প্রাচ্য-তরুণের ওপর। এই তরুণরা ততদিনে নিজের দেশের শিক্ষাদীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ সব বেমালুম হজম করে ফেলেছে। তারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-গরিমা, শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে বিভোর।

---

৭৭. Sir T. W. Arnold, *Painting in Islam* (New York, Dover Publications, Inc. 1965), pp. 29-30; Oleg Grabar, *The Formation of Islamic Art* (New Haven and London: Yale University Press 1987), pp.87-90

www.nagorikpathagar.org

পাশ্চাত্যের দীক্ষা ঝুলিতে ভরে প্রাচ্য সন্তানরা নিজ দেশে ফিরে আসে। শিক্ষাদীক্ষায় প্রাগ্রসর হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে এরাই হলেন প্রাচ্য দেশগুলোর হর্তাকর্তা। প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন অনেক বিভাগ খোলা হল সেখানে; যাতে রয়েছে চারুকলা নামের একটি বিভাগ। এই বিভাগে বিভিন্ন শাখার শিল্প চর্চা করা হয়; শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকে আর ভাস্কর্য বানায়। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এদের কাছে গৌণ। কিন্তু সমস্যা হয় যখন প্রকাশ্য স্থানে ভাস্কর্য স্থাপন করতে যায়। বাধ সাধে মোল্লারা! ব্যাস এবার যায় কোথায়? শুরু হয় পাশ্চাত্য পূজারীদের কোরাস: কাঠমোল্লা, মৌলবাদী, সেকেলে, ধর্মান্ধ ইত্যাদি গালিগালাজ। কয়েক বছর আগে বিমানবন্দর গোল চত্বরে ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে যখন শোরগোল হল তখন এঁদের সাথে কিছু নামধারী 'আলিম দেখা গেছে জীবনেও যাদের নাম শোনা যায়নি। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ তারা বিনা পর্যালোচনায় প্রত্যাখ্যান করে। এখানে নিরপেক্ষভাবে তাদের যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করা হবে।

**যুক্তি প্রদান পদ্ধতি**

শুরুতে বলে রাখা ভাল ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে যত যুক্তি দেয়া হয় তার বেশিরভাগ প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Sir Thomas Arnold এর Painting in Islam গ্রন্থ হতে দেওয়া হয়। এ গ্রন্থের শুরুতে "The Attitude of The Theologians of Islam Towards Painting" শীর্ষক অধ্যায়ে স্যার থমাস আর্নল্ড ভাস্কর্যের বৈধতার যুক্তি দেন। সে যুক্তিগুলোই আমাদের দেশের ভাস্কর্যপন্থীরা উল্লেখ করছেন।

যারা বলেন, ইসলামে ভাস্কর্য নির্মাণে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই- তাদের যুক্তিগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়:

এক : ভাস্কর্যের পক্ষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগের কিছু ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন;

দুই : ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি;

তিন : মুসলিম দেশে ভাস্কর্য স্থাপনের উদাহরণ পেশ।

আমরা প্রতিটি যুক্তি উল্লেখ করব এবং পর্যালোচনা করে দেখব এগুলিতে কোন সারবস্তু আছে কীনা-

www.nagorikpathagar.org

**এক: ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতার স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের কিছু ঘটনার বিবরণ:**

**ক: মক্কাবিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বাঘরের সকল ছবি বিনষ্ট করতে নির্দেশ দেন; তবে তিনি মারয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি মুছতে নিষেধ করেন।**

ভাস্কর্যের ইসলামী বৈধতার পক্ষে জনৈক কথাশিল্পী তাঁর লেখায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি তার লেখায় বিখ্যাত এক গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন। সেটি হল ইবনু ইসহাক রচিত নবী-জীবনী যেটি *সীরাতে ইবন ইসহাক* নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বইটি আরবীতে পড়েননি। বরং আলফ্রেড গিয়োম নামক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ কর্তৃক অনূদিত *সীরাতে ইবনু ইসহাক* হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গিয়োম, ইংরেজিতে অনূদিত বইটির নাম দিয়েছেন *লাইফ অব মুহাম্মাদ*। আমরা এবার দেখব মি. গিয়োম কী অনুবাদ করেছেন আর ইবনু ইসহাক কী লিখেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে গিয়োম লিখেছেন:

The apostle ordered that the pictures should be erased except those of Jesus and Mary.[78]

'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি ব্যতীত সকল ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেন।'

মূলগ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার আগে গ্রন্থকার ইবনু ইসহাক সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে-

ইবনু ইসহাক (১৫১/৭৬১) ছিলেন প্রথম ঐতিহাসিক যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছিলেন। তিনি বৃহৎ একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তাঁর গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আজ অবধি পাওয়া যায়নি। ইবনু ইসহাক জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রচারে কুফা, ফুসতাত, আলেকজান্দ্রিয়া ও বাগদাদসহ অনেক শহরে পরিভ্রমণ করেছেন। এইসব শহরে বহু শিষ্য তাঁর কাছে ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাত্রদের

---

৭৮. Ibn Ishaq (Translated by Alfred Guillaume), *The Life of Mohammad* (Oxford University Press 1955), p. 552

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে *সীরতে ইবন ইসহাকের* বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে পৌঁছে। *সীরতে ইবন ইসহাকের* একটি সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন ইবনু হিশাম (২১৩/৮২৮) যা *সীরাতে ইবনু হিশাম* নামে সমধিক পরিচিত। আল-ওয়াকিদী (৮২২ খৃ.), ইবনু জারীর আল-তাবারী (৩১০/৯২৩), মুহাম্মদ ইবনু সা'দ (২৩০/৮৪৫), মুসলিম ইবনু কুতাইবা, আল-বালাযুরী (৮৯২ খ.) ও ইবনু আল-আসীরসহ (১২৩৪ খ.) অনেক ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাকের শিষ্যদের বরাতে তাঁর গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া ইবনু হিশামের বাদ দেয়া অংশ হতে আল-আযরাকী (৮৩৭ খৃ.) মক্কা নগরী সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো একত্র করেছেন তাঁর *আখবার মক্কা* গ্রন্থে। এতে বুঝা যায় *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক রূপ তাঁদের কাছে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায়নি।

এখন প্রশ্ন হল: গিয়োম কোত্থেকে *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* ইংরেজি অনুবাদ করলেন?

প্রাচ্যবিদ Wüstenfeld কর্তৃক সম্পাদিত *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* ইংরেজি অনুবাদ করেছেন গিয়োম। কিন্তু *সীরাতে ইবনু ইসহাক*-এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাহলে Wüstenfeld-ই বা *সীরাতে ইবনু ইসহাক* কোত্থেকে পেলেন, গিয়োমই বা কিভাবে অনুবাদ করলেন? গিয়োমের অনুবাদটি গভীর অভিনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করলে ধরা যাবে যে এটি মূলত *সীরাতে ইবনু হিশামের* অনুবাদ। তবে গিয়োম কিছুটা চালাকি করেছেন; তাবারী, আল-আযরাকীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইবনু ইসহাকের সূত্রে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা হতে নির্বাচিত কিছু অংশ *সীরতে ইবন হিশামের* সাথে মিশিয়ে *সীরতে ইবন ইসহাক* বানিয়েছেন। সীরতে ইবন হিশামের সাথে কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশ জুড়ে দিয়েছেন তা মি. গিয়োম সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল-আযরাকীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি বোঝাতে Azr. এবং আত্ তাবারীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি বোঝাতে T ব্যবহার করেছেন। অতএব এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, যে গ্রন্থটিকে গিয়োম *সীরাতে ইবনু ইসহাক*-এর অনুবাদ নামে চালিয়ে দিয়েছেন সেটি আসলে *সীরাতে ইবনু ইসহাক*-এর অনুবাদ নয়। ওয়েলডান মি. গিয়োম! আর এখন পশ্চিমের এদেশীয় অনুসারীরা বলছেন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রাচীন জীবনীগ্রন্থে রয়েছে যে, তিনি কা'বাঘরে মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হল যে, 'কা'বাঘরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃক মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি বহাল রাখার ঘটনা সীরতে ইবন ইসহাকে পাওয়া যায়' এটি তথ্যভিত্তিক দাবী নয়।

তবে আল-আযরাকী (৮৩৪ খৃ.) এটি বর্ণনা করেছেন তার *আখবার মক্কা* গ্রন্থে। *আখবার মক্কা*-এর দু'স্থানে বর্ণনাটি এসেছে। পর্যালোচনার সুবিধার্থে সনদসহ বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে:

أخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة بن عثمان أن النبي (ص) قال: يا شيبة! أمح كل صورة فيها إلا ما تحت يدي قال: فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه.

আমাকে জনৈক দ্বাররক্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মাসাফি' ইবনু শাইবা ইবনু 'উছমান[৭৯] হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [মক্কা বিজয়ের দিন] বলেছিলেন, হে শাইবা! আমার হাতের নিচের ছবি ছাড়া অন্য সব ছবি মুছে ফেল।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল ঈসা ইবনু মারইয়াম ও তদীয় মাতার (আ) ছবি।[৮০]

**আল-আযরাকীর দ্বিতীয় বর্ণনা:**

حدثني جدي عن سعيد بن سالم قال: حدثني يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن شهاب أن النبي (ص) دخل الكعبة يوم الفتح .. .. وو ضع كفيه علي صورة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام وقال: امحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه.

'আমার দাদা বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সালিম হতে, তিনি বলেন: আমাকে ইয়াযিদ ইবনু 'আয়াজ ইবনু জু'দুবাহ বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন.. তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ) ও তাঁর মাতার (আ) ছবির ওপর দু'হাত রাখলেন এবং বললেন: সকল ছবি মুছে ফেলো তবে আমার

---

৭৯. মাসাফি' ইবনু শাইবা' আল-আযরাকী এভাবেই উল্লেখ করেছেন। যদিও মাসাফি' শাইবার পুত্র নন; বরং পৌত্র। মাসাফি'র পিতার নাম আবদুল্লাহ। সুতরাং তাঁর পূর্ণনাম হবে মাসাফি' ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শাইবা। তবে কোন ব্যক্তিকে পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত না করে দাদার দিকে সম্পর্কযুক্ত করার রেওয়াজ আরবে ছিল। সে-রেওয়াজ অনুযায়ী সম্ভবত আল-আযরাকী 'মাসাফি' ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শাইবা'-এর পরিবর্তে 'মাসাফি' ইবনু শাইবা' উল্লেখ করেছেন।

৮০. আল-আযরাকী, *আখবার মক্কা* (মক্কা আল-মুকাররমা: মাতাবি' দার আল-ছাকাফাহ ১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ১৬৮

www.nagorikpathagar.org

দু'হাতের নিচের ছবি ছাড়া। তারপর তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম ও তাঁর মাতার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।[৮১]

আল-আযরাকীর এ বর্ণনা দু'টি পর্যালোচনা করা হবে। তৎপূর্বে মক্কা বিজয়োত্তর কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকদের বরাতে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপার মক্কা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। কা'বাঘরের চত্বরে এসে দেখলেন এর চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি রয়েছে। আরবরা বছরের সংখ্যার সাথে মিল রেখে প্রতিমার সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। কা'বাঘরের দরজার সামনে ছিল হুবল-এর মূর্তি, তার পাশে ছিল ইসাফ ও নায়েলার মূর্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا বলতে বলতে একটি লাঠি বা তীর দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করলেন; সাথে সাথে ওগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কা'বাঘরের অভ্যন্তরেও অনেক মূর্তি ছিল; সেগুলো অপসারণের পূর্বে তিনি কা'বাঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। 'উমার (রা)-কে তিনি কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার দায়িত্ব দেন। তিনি কা'বাঘরের দ্বাররক্ষক 'উসমান ইবনু তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সকল মূর্তি অপসারণ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ কা'বা-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন কাঠের তৈরি একটি কবুতর; তিনি সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। গণকের তীর হাতে ইবরাহীম (আ)-এর ছবি দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন! ইবরাহীম (আ) কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য গণনা করেননি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে সকল মূর্তি অপসারিত হয়, সকল ছবি মুছে ফেলা হয়; উসমা ইবনু যায়েদ (রা) বালতিভরে পানি এনে দেয়াল ঘষে ছবিগুলো মুছে ফেলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে জাফরান রং দিয়ে ছবিগুলো মুছে ফেলা হয়। খুজা'আ গোত্রের মূর্তিটি ছিল অনেক ওপরে। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাঁধে ওঠে সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। এভাবে পৌত্তলিকতার চিহ্নমুক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার অভ্যন্তরে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন।

কা'বার ভেতরে কোন্ কোন্ নবীর ছবি/ভাস্কর্য ছিল সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা দরকার।

---

৮১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৬৫

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনু খালদূন (১৩৩২-১৪০৬), ইবনুল আছীর ও ইবনু সা'দ নির্দিষ্টভাবে কোন নবীর মূর্তির কথা বলেননি।[৮২] ইবনু হিশাম তীর হাতে ইবরাহীমের (আ) মূর্তি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৩] আল-বুখারী, ইবন আবু শায়বা, ইবন কাছীর (১৩০১-১৩৭৩) ও আল-কাস্তুলানীসহ অনেকে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর মূর্তি থাকার কথা বলেছেন।[৮৪] আল-ওয়াকিদী ও আহমদ ইবনু হাম্বল যিশুমাতা মারইয়ামের ছবি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৫] নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সকল ছবি মুছে ফেলা হয়:

فلم يدعوا أثرا من المشركين إلا محوه أو غسلوه

'মুশরিকদের কোন চিহ্ন তারা অবশিষ্ট রাখেননি, হয় মুছে ফেলেছেন নয় ধুয়ে ফেলেছেন।'[৮৬]

وأمر بالصور فمحيت

'তিনি ছবিগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দেন অতঃপর সেগুলো মুছে ফেলা হয়।'[৮৭]

ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست

'তারপর তিনি ঐসব ছবির ব্যাপারে নির্দেশ দেন, অতঃপর সেগুলো মুছে ফেলা হয়।[৮৮]

এখানে আরো অনেক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব যাতে প্রমাণিত হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বাঘরে কোন ছবি বহাল রাখেননি। তিনি ছবি বহাল রাখতে পারেন না। এ লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি বাড়িতে ছবি টাঙানোর কারণে তিনি ভীষণ রাগ করেছেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে

---

৮২. ইবনু খালদূন, *কিতাব আল-'ইবার* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-লুবনানি ১৯৮৬), খ. ৪, পৃ. ৮০৮; ইবন আল-আছীর, *আল-কামিল ফি আল-তারিখ* (বৈরুত: মুআস্সাসাহ আল-তারীখ 'আরাবী ১৯৯৪), খ. ১, পৃ. ৬১৮; ইবন সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩২০

৮৩. ইবনু হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নাবাবিয়্যা* (বৈরুত: দার আল-খাইর ১৯৯৫), খ. ৪, পৃ. ৪২-৪৩

৮৪. ইবনু আবী শাইবা, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ৪০৩-০৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়আ আল-নিহায়া* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪৪-৪৬; আল-কাস্তুলানী, *আল-মাওয়াহিব আল্লাদুনিয়্যাহ* (বৈরুত, দামেশক ও আম্মান: আল-মাকতাব আল-ইসলামী ১৯৯১), খ. ১; পৃ. ৫৮৪-৮৬; ইবন আল-কায়্যিম আল-জুযিয়্যাহ, *যাদ আল-মা'আদ* (বৈরুত: মুআসসাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯৭), খ.৩, পৃ. ৩৫৮

৮৫. আল-ওয়াকিদী, *কিতাব আল-মাগাযী* (বৈরুত 'আলম আল-কুতুব ১৯৮৪), খ. ২, পৃ. ৮৩৪; ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬

৮৬. ইবনু আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০৬

৮৭. ইবনু কায়্যিম আল-জুযিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮

৮৮. ইবনু কাছীর, প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ৩৪৫

www.nagorikpathagar.org

গিয়েছিল। তিনি কা'বাঘরের মত পবিত্র স্থানে ছবি অবশিষ্ট রাখতে বলতে পারেন না। এসব প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর আল-আযরাকীর বর্ণনা দু'টির জবাব না দিলেও চলে। তবুও স্বচ্ছতার স্বার্থে আল-আযরাকীর বর্ণনাগুলি যাচাই করে দেখা হবে।

পর্যালোচনার সুবিধার্থে আল-আযরাকীর বর্ণনাদু'টি আবার উল্লেখ করা হচ্ছে।

**আল-আযরাকীর প্রথম বর্ণনা:**

আমাকে জনৈক দ্বাররক্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মাসাফি' ইবনু শাইবা ইবনু 'উসমান হতে হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ [মক্কা বিজয়ের দিন] বলেছিলেন, হে শাইবা, আমার হাতের নিচের ছবি ছাড়া অন্য সব ছবি মুছে ফেল।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত সরিয়ে নিয়ে দেখা গেল ঈসা ইবনু মারইয়াম ও তদীয় মাতার (আ)- এর ছবি।

**পর্যালোচনা**

এ উদ্ধৃতির প্রথম বর্ণনাকারী হল জনৈক দ্বাররক্ষক; ইনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বর্ণনাকারী (مجهول الحال والذات)। এ ধরণের বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি এ বর্ণনার মূলভাষ্য বা মতন ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), শাইবাকে মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ) এর ছবি মুছতে বারণ করেছেন। এই শাইবা কে? শাইবা ইবনু 'উসমান ইবনু আবু তালহা ছিলেন কা'বাঘরের দ্বাররক্ষক 'উসমান ইবনু তালহার চাচাতো ভাই। শাইবার পিতা 'উসমান উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ দলের সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং আলী (রা)-এর হাতে নিহত হন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক ছিলেন; শুধু তাই নয় 'ইকরামা ইবন আবু জাহলসহ একদল লোক সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলেন। শাইবা হলেন তাঁদের একজন। পরবর্তীতে তিনি মুশরিক অবস্থায় হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটবর্তী হন। বিষয়টি বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামিয়ে দেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করেন। শায়বাও ইসলাম গ্রহণ করেন। যে লোকটি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক অবস্থায় পালিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাম) তাকে কা'বাঘরের মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের কল্পিত কাহিনী যে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য তা সহজেই অনুমেয়।[৮৯]

এটি একটি অপকৌশল; ইসলামের ওপর কালিমা লেপনের জন্য প্রাচ্যবিদগণ সব সময় এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বিশুদ্ধতম অসংখ্য বর্ণনা বাদ দিয়ে নিজেদের অপপ্রচারের পক্ষে যদি কোন অখ্যাত গ্রন্থের দুর্বলতম বর্ণনা পাওয়া যায় তবে তারা তা নিয়ে মাতামাতি করেন।

**আল-আযরাকীর দ্বিতীয় বর্ণনা**

'আমার দাদা বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সালিম হতে, তিনি বলেন: আমাকে ইয়াযিদ ইবনু 'আয়াজ ইবনু জু'দুবাহ বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন.. তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ) ও তাঁর মাতার (আ) ছবির ওপর দু'হাত রাখলেন এবং বললেন: সকল ছবি মুছে ফেল, তবে আমার দু'হাতের নিচের ছবি ছাড়া। তারপর তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ) ও তাঁর মাতার ছবির ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।

**পর্যালোচনা**

এখানে সর্বশেষ বর্ণনাকারী হলেন ইবনু আল-শিহাব যুহরী (১২৪/৭৪২), ইনি একজন তাবি'ঈ, মক্কা বিজয়ের সময় (৮/৬৩০) তাঁর জন্মও হয়নি। সুতরাং এটি বিচ্ছিন্ন পরম্পরাসূত্রের বর্ণনা (مرسل/منقطع السند)। আর হাদীসবেত্তাদের কাছে ইবনু শিহাব যুহরীর মুরসাল من أضعف المراسيل বা দুর্বলতম মুরসাল বিবরণ হিসেবে পরিগণিত।[৯০] নিরবচ্ছিন্নসূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে এ ধরণের বর্ণনা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এ বর্ণনার সনদে চরম বিতর্কিত একজন রাবী রয়েছে, তিনি হলেন ইয়াযিদ ইবনু আয়াজ ইবনু জু'দুবাহ। তাঁর সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে:

قال مالك: كذاب. قال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيئ. قال احمد بن

---

৮৯. ইবনু আল-আছীর, *উসুদুল গাবাহ* (বৈরুত: দার আল-শা'ব তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৩৪; আল-মিয্যি, *তাহযীব আল-কামাল* (বৈরুত: মুআস সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯১), খ. ১২, পৃ. ৬০৪-০৭

৯০. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৫৪; কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন সিলেটের জামিয়া কাসিমুল উলুমের মুফতী জনাব আবুল কালাম জাকারিয়া।

www.nagorikpathagar.org

صالح: أظنه كان يضع للناس يعني الحديث. قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

'মালিক বলেন: '(সে) মিথ্যুক।' ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন: 'দুর্বল, কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।' আহমাদ ইবনু সালিহ বলেন: 'আমি মনে করি সে মানুষের জন্য হাদীস বানাতো।' আল-বুখারী ও মুসলিম বলেন : 'বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীতে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী।' আন্-নাসাঈ বলেন: 'তার বেশির ভাগ বর্ণনা বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার অনুকূলে নয়।'[৯১]

অতএব দেখা যাচ্ছে আল-আযরাকীর কোন বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত শরীআহ-এর কোন হুকুম কখনোই ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। বিশেষত তা যদি হয় অনির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের ঘটনা বহু ঐতিহাসিক লিখেছেন; তাদের কেউ এ কথা লিখেননি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বাঘরে মারইয়াম (আ) ও ঈসার (আ) ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ *তারিখুল ইসলাম*-এর রচিয়তা আল-যাহাবী বলেন, هذا أمر لم نسمع به إلي اليوم 'এটি এমন বিষয় যা আমি এ যাবত শুনিনি।'

সত্য ও তথ্য প্রকাশের স্বার্থে আমরা ইবনু হাজার আল-আসকালানীর (রহ) *ফাতহুল বারী* থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء: أدركت في الكعبة تماثيل؟ قال: نعم، أدركت تماثيل مريم في حجرها عيسى مزوقا، وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب. قال: فمتى ذهب؟ قال: في الحريق.

ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, সুলায়মান ইবনু মূসা 'আতা ইবনু আবী রবাহকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কি কা'বায় ছবি দেখতে পেয়েছিলেন? 'আতা বললেন: হ্যাঁ, আমি মারইয়াম-এর কোলে বসা ঈসা-এর (আ) খোদাই করা ছবি দেখতে পেয়েছিলাম আর এটি ছিল দরজার লাগোয়া মাঝের পিলারে। (প্রশ্নকর্তা) বললেন: কখন সেটি নষ্ট হয়ে যায়? ('আতা) বললেন: অগ্নিকান্ডের সময়।[৯২] অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (৬২৪-৬৯২) ও হাজ্জাজ ইবন যূসুফ(৬৬১-৭১৪)-এর সংঘর্ষের সময় তথা ৬৯২ খৃস্টাব্দে।

---

৯১. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩২৫

৯২. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬২৫

www.nagorikpathagar.org

ইবনু হাজার ও আল-আযরাকীর বর্ণনায় কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। আল-আযরাকীর বর্ণনামতে ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর ছবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহাল রাখতে বলেছিলেন; আর ইবনু হাজারের বর্ণনায় তেমন ইঙ্গিত নেই।

ইবনু হাজরের এ বর্ণনাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। *ফাতহুল বারীর* সংশ্লিষ্ট অংশটি গভীর অভিনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, কা'বাঘরের সকল মূর্তি ধ্বংস করা হয় এবং সকল ছবি মুছে ফেলা হয়। তবে দরজার লাগোয়া পিলারে ঈসা ও তদীয় মাতার (আ.) যে ছবি ছিল তা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কারণ সেটি পিলারে খোদিত অবস্থায় ছিল। পিলারটি না উপড়িয়ে সে'ছবি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব ছিল না। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে কা'বাঘর সংস্কারের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর অস্পষ্ট ছবি বহাল ছিল। হাজ্জাজ ইবনু যূসুফ ও আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর সংঘর্ষের পর কা'বাঘর পুনঃনির্মাণকালে ছবিটি চিরতরে নিচিহ্ন হয়ে যায়। আল-আযরাকীর একটি বর্ণনায় আমাদের এ অবস্থানের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত বর্ণনা হতে জানা যায় মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ছবির ওপর লেপনের চিহ্ন ছিল। ঐ বর্ণনায় 'আতা ইবনু আবী রবাহ (১১৪/৭৩২) বলেন:

قال لا أدري غير أني أدركت من تلك الصور اثنتين درسهما وأراهما والطمس عليهما.

'('আতা বলেন) 'না, আমি জানি না কে ছবিগুলো মুছে ফেলেছিল। তবে আমি দু'টি ছবি (মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ছবি) দেখতে পেয়েছিলাম। আমার মনে হয় সেগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল; কারণ সেগুলোর ওপর লেপনের চিহ্ন ছিল।[৯৩]

*আল-মাওয়াহিব আল্লাদুনিয়্যা*-এর ব্যাখ্যাকার আল-যুরকানীও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন:

فلعل صورة مريم كان لا يذهبها الغسل

'হয়ত ধোয়ামোছার পরও মারইয়াম (আ)-এর ছবি নিশ্চিহ্ন হয়নি।'[৯৪]

মোদ্দাকথা মাক্কাবিজয়ের পর রাসূল (সা) কা'বাঘরের সকল মূর্তি অপসারণ করেন, ওই গৃহের দেয়ালে অঙ্কিত সকল ছবি মুছে ফেলেন। তবে কা'বাঘরের

৯৩. আল-আযরাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৯৪. আল-যুরকানী, *শারহ আল-মাওয়াহিব* খ. ২, পৃ. ৩৩৯

www.nagorikpathagar.org

দরজা সংলগ্ন মাঝের পিলারে মারইয়াম (আ) ও 'ঈসা (আ) এর ছবিটি রিলিফ ওয়ার্কের মত উৎকীর্ণ ছিল। তাই লেপনের পরও সেটি আবছা দেখা যেত। এটিকে যে কিছুতেই চিত্রাঙ্কনের প্রতি রাসূল (সা)-এর কোমল মনোভাব হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, তা বুঝার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

**খঃ 'উমার (রা) প্রাণীর চিত্রসম্বলিত ধূপদানি মসজিদ-ই-নববীতে ব্যবহার করেছিলেন।**

ছবির প্রতি সাহাবায়ে কিরামের উদার মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে হযরত 'উমার (রা)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়। পূর্বোক্ত সেই প্রবন্ধকার লিখেছেন:

'এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ টানতে চাই, তা হল ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমার (রা:) কর্তৃক জেরুসালেম বিজয়ের পর *প্রাণীর চিত্রসম্বলিত* একটি ধূপদানি তাঁর হস্তগত হয়। তিনি সেটি মসজিদ-ই-নববীতে ব্যবহারের আদেশ দেন।'[৯৫]

**পর্যালোচনা**

এ উদ্ধৃতিটির পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে না। আমরা শুধু মূল তথ্যসূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখলেই অপপ্রচারের গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। উপরোক্ত প্রবন্ধকার কোন বরাত উল্লেখ করেননি। বহু অনুসন্ধানের পর আমি ঐ ঘটনার মূলসূত্র উদ্ধার করতে পেরেছি।

Sir Thomas W. Arnold ঘটনাটি Painting in Islam গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

'Even the rigid Caliph `Umar used a censer, with figures on it, which he had brought from Syria, in order to perfume the mosque at Medina.'

[এমনকি কঠোর খলিফা 'উমরও *চিত্রসম্বলিত* একটি ধূপদানি ব্যবহার করেছিলেন যেটি তিনি সিরিয়া থেকে আনিয়েছিলেন, যা দিয়ে মদীনার মসজিদ সুবাসিত করা হত।][৯৬]

---

৯৫. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৯৬. Sir Thomas W. Arnold. *Painting in Islam* (New york: Dover Publications 1965), p. 07

www.nagorikpathagar.org

মি. আর্নল্ড ও তাঁর এদেশীয় অনুসারীর কর্মের গুণগত পার্থক্য আমরা দেখতে পাব; আর্নল্ড সাহেব তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন; তিনি এই তথ্যটুকু নিয়েছেন ইবনু রুস্তা-এর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ থেকে। দেখুন কসরত কাকে বলে? মনগড়া বিধান প্রমাণে দ্বারস্থ হয়েছেন ভূগোলের গ্রন্থে। সে যা হোক্, আমরা যাচাই করে দেখব ইবনু রুস্তা তাঁর ভূগোল গ্রন্থে কি বলেছেন:

وحُدِّثَ عن عبد الله بن مُحَمَّد بن عمار عن أبيه عن جده قال أتي عمر بن الخطاب بمجمرة فضة فيها تماثيل من الشام فدفعها إلى سعد وقال أجمر بها في الجمعة وفي رمضان قال: فكان سعد يجمر بها وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب حتى قدم ابراهيم بن يحيى بن مُحَمَّد واليا على المدينة فامر بها فغيرت وجعلت سادجا.

আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সিরিয়া হতে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে একটি রূপার ধূপদানি আনা হয় যাতে ছবি ছিল। 'উমার (রা) সেটি সা'দকে দিয়ে বলেন, এটি দিয়ে জুম'আর দিনে ও রমযান মাসে সুবাসিত কর। তিনি বলেন, সা'দ ওটি দিয়ে সুবাসিত করত এবং তা উমার (রা)-এর সামনে রাখা হত। যখন ইবরাহীম ইবনু ইয়াহয়া ইবনু মুহাম্মদ গভর্নর হয়ে মদীনায় এলেন তখন তাঁর নির্দেশে ওটির আকৃতি পরিবর্তন করা হয়।[৯৭]

**অনুবাদ সঠিক নয়:**

ইতোপূর্বে জনৈক গবেষকে লেখা থেকে এ উদ্ধৃতির যে অনুবাদ উল্লেখ করেছি সেটি যথার্থ নয়। গ্রন্থকার ইবন রুস্তা লিখেছেন تماثيل যার অর্থ আমরা ইতোঃপূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি; আমরা দেখেছি শব্দটি প্রাণী-অপ্রাণী নির্বিশেষে যে কোন কিছুর ছবি বা ভাস্কর্য বোঝায়। تمثال যেহেতু ধূপদানিতে ছিল সেহেতু এটি কোন পৃথক ভাস্কর্য ছিল না; নিশ্চয় ধূপদানির ওপর অঙ্কিত কোন কিছুর ছবি বা নকশা হবে। সেটি কীসের নকশা- প্রাণী না নিষ্প্রাণ বস্তুর তা নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। দেখা যাচ্ছে আর্নল্ডও অনুবাদে এই উভয়বিদ সম্ভাবনা রেখেছেন। কিন্তু বাংলা প্রবন্ধে গবেষক অনুবাদ করতে গিয়ে বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন; তিনি تمثال-এর অর্থ করলেন *'প্রাণীর চিত্র'*। অথচ আরবী টেক্সট-এ এমন কিছু নেই যদ্বারা বুঝা যায় এটি প্রাণীর ছবি ছিল।

---

৯৭. Ibn Rusta. *Kitab al-A'lak al-Nafisa* (E. J. Brill 1967), v. 7. p. 66

www.nagorikpathagar.org

**ভূগোল শাস্ত্রের গ্রন্থের উদ্ধৃতি শরী'আহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়:**

পশ্চিমা গবেষকদের এটি অনৈতিক চাতুর্য যে তারা শরী'আহ-এর কোন বিষয়ে ইতিহাস, ভূগোল বা অন্য কোন শাস্ত্রের গ্রন্থে যুক্তি অনুসন্ধান করেন এবং তা কুরআন-সুন্নাহ-এর অকাট্য দলীলের বিপরীতে উপস্থাপন করেন। অথচ শরী'আহ-এর বিধান নির্ধারণে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতা নেই। সংকলক ও সংগ্রাহকগণ অমানুষিক পরিশ্রম, অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা ও সচেতন প্রয়াসে হাদীসের গ্রন্থসমূহ সংকলিত করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাঁদের নবীর জীবনী, শিক্ষা, আদর্শ ও বাণী সংগ্রহে মুসলিমদের সিকিভাগ প্রশ্রিম ও সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এ কারণে শরী'আহ-এর বিধান নির্ধারণে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনায় সেই ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। তবে একেক কালে একেক ধরণের রেওয়াজ থাকে গ্রন্থ রচনায়। সেকালে সনদ ব্যতীত কোন গ্রন্থই রচিত হত না। এমনকি সেটি চিকিৎসা বিদ্যার গ্রন্থ হলেও। ভূগোল বা ইতিহাস শাস্ত্রে হয়ত ঐসব গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে; কিন্তু শরী'আহ বিষয়ে এগুলির কোন গুরুত্ব নেই, থাকতেও পারে না।

**গ. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) মাদায়েনে কিসরার চিত্রসজ্জিত প্রাসাদে নামায আদায় করেছিলেন!**

চিত্রকলার প্রতি প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণের উদার মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (আ) কর্তৃক পারস্য সম্রাট কিসরার রাজধানী মাদায়েন বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। আর্নল্ডের অনুসরণে সোলায়মান নদভী লিখেছেন:

'হযরত উমারের জমানায় সাহাবীগণ কর্তৃক বাদশাহ কিসরার মাদায়েন শহরস্থ সিংহাসন অধিকৃত হয়-সাহাবীরা শাহী মহলে প্রবেশ করে দেখতে পান, সেই সিংহাসনে স্থানে স্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের প্রতিমূর্তি ও ছবি রয়েছে। তারা সেগুলি যথাস্থানে অক্ষত অবস্থায় পরিত্যাগ করে সেই স্থানেই শোকরানা সালাত আদায় করেন।[৯৮]

আর্নল্ড লিখেছেন:

Another Companion of the Prophet, one of the earliest converts, Sa`d ibn Abi Waqqas, appears to have been untroubled by any

৯৮. আল্লামা সোলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

www.nagorikpathagar.org

such scruples, for when after the capture of Ctesiphon in 637 he held a solemn prayer of thanksgiving in the great place of Sasanian kings, it is expressly stated by the historian that he paid no heed to the figures of men and horses on the walls, but left them undisturbed.

'রাসূলের আরেক সাহাবী, প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস সম্ভবত বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি, যখন ৬৩৭ সালে মাদায়েন দখলের পর তিনি সাসানী রাজাদের জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদে শোকরানা নামায আদায় করেছিলেন, ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রাসাদের দেয়ালে চিত্রিত অশ্ব ও সৈনিকের ছবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং সেগুলো অবিকৃত অবস্থায় রেখে দেন।[৯৯]

## পর্যালোচনা

মি. আর্নল্ড ও সোলায়মান নদভী ঠিকই লিখেছেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) মাদায়েনের পারস্যরাজ কিসরার প্রাসাদ জয়ের পর ৮ রাকাত শোকরানা নামায আদায় করেছিলেন। এবং এটিই ছিল মুসলিম সেনাপতিদের নীতি; তাঁরা শত্রুভূমি দখলের পর লুটপাটে ব্যস্ত না হয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। গবেষকদ্বয়ের এ বক্তব্যও সত্য যে, কিসরার প্রাসাদে সৈনিক ও অশ্বের ছবি ছিল। কিন্তু তাদের এ অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে কোন যুক্তি নেই যে সা'দ (রা) ছবিবিশিষ্ট কক্ষে নামায আদায় করেছেন। কোন ঐতিহাসিক এটা বলেননি যে, সা'দ (রা) কিসরার প্রাসাদের ছবিগুলোর সামনে নামায আদায় করেছেন। কিসরার জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদকে এক কক্ষবিশিষ্ট মনে করার কোন কারণ নেই। তাবারী লিখেছেন, মুসলিমগণ ছবিগুলো বিনষ্ট না করে হুবহু রেখে দেন। ইবনু কাছীর অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি। আল-বালাযুরী ছবিগুলোর কথাই বলেননি। মুসলিমগণ ছবিগুলো যদি নষ্ট না-ই করে থাকেন, তার কারণ ছিল। তখন যুদ্ধাবস্থা চলছিল। সা'দ (রা) কিসরার রাজধানী দখল করছিলেন বটে তিনি কিসরাকে ধরতে পারেননি। তখন কিসরাকে পশ্চাধাবন করা খুবই জরুরী ছিল। সা'দ (রা) খুব দ্রুত কিসরার পেছনে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং অত্যল্পকালের মাঝেই কিসরা পরাজিত হন, মুসলিমগণ মুসেল ও তিকরিতসহ ইরাকের অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেন। মাদায়েন রাজপ্রাসাদটি মুসলিমরা ব্যবহার করেননি।

---

৯৯. Arnold. Ibid. p.8

www.nagorikpathagar.org

সেটি তারা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে যান।[১০০] ফলে ছবিগুলো বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেননি। আমরা আবারো বলতে চাই ইতিহাস গ্রন্থ কখনো শরী'আহ-এর উৎস হতে পারে না। ইসলামী শরী'আহকে কলঙ্কিত করায় আর্নল্ড সাহেবদের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রসংশনীয়। ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বৈধতা প্রমাণের জন্য কী কসরত! ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, তাও আবার যুদ্ধাবস্থার বিবরণ।

## দুই: ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি

দু'ধারী তরবারীর ন্যায় এ কাজটি আর্নল্ড করেছেন সীমাহীন চাতুর্যে; একদিকে তিনি অখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য ভূগোল ও ইতিহাসের বই ঘেঁটে ভাস্কর্যের পক্ষে অভিনব প্রমাণ জোগাড় করেছেন, অপরদিকে সেগুলোকে জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্য বহু সনদের মাধ্যমে বর্ণিত বিশুদ্ধতম হাদীসসমষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন।[১০১]

আর্নল্ডের মতে, চিত্রকর/ভাস্করের শাস্তির বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন কিনা সন্দেহ আছে। ওগুলো হয়ত পরবর্তী সময়ের বর্ণনাকারীরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে

---

১০০. Al-Tabari, *Annales* (E. J. Brill 1964), v. 5, pp. 2443-44; Al-Balazuri, *Futuh al-Buldan* (E. J. Brill 1968), p. 262-64; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়া* (কায়রো: মাতবা'আ আল-সা'আদাহ তা.বি), খ. ৭, পৃ. ৬৬;

১০১. ইসলামকে কালিমালিপ্ত করার জন্য সর্বদা এ অপকৌশল প্রয়োগ করা হয়; ইসলামের ইতিহাসের বিরল কোন ঘটনা বা দুর্বল হাদীস নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্যবহার করা হয়; পক্ষান্তরে নিজেদের খাহেশের বিরুদ্ধে যাওয়ায় বিশুদ্ধতম হাদীস অস্বীকার করা হয়। এর একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমিনা ওয়াদুদ ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য। নারীর ইমামতিতে নামায আদায়ের পক্ষে সুনান আবু দাউদের একটি একক হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। পক্ষান্তরে নারীর ইমামতিতে নামায বৈধ নয়, এমন অনেক মশহূর হাদীসকে অপব্যাখ্যা দিয়ে অস্বীকার করা হয়। নেভিন রেজা নাম্নী জনৈক ওয়াদুদদ সমর্থক 'মহিলাদের উত্তম সারি হল পেছনের সারি।' এ হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন এই বলে যে, এখানে সারি বলতে জিহাদের সারি বোঝানো হয়েছে; নামাযের সারি নয়। তেমনিভাবে ঋতুবতী নামায পড়তে না পারার হাদীসকে তিনি অস্বীকার করেছেন এই বলে যে তা আল-কুরআনে বর্নিত হয়নি। অথচ এ হাদীসগুলি সহীহাইন ও সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে। নিজের মতের স্বপক্ষে দুর্বলতম বর্ণনা নিয়ে মাতামাতি করা ও নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বর্ণনা অস্বীকার এই প্রবণতা মুসলিম নামধারী কিছু ভোগবাদীর এখনো রয়েছে।

বিস্তারিত জানতে দেখুন, Zubair Mohammad Ehsanul Hoque & Dr. A B M Siddiqur Rahman Nizami. "Women-Imamate in Prayer: An Analysis in the Light of Islamic Shari'ah" Dr. Sirajul Hoque Journal of Islamic Studies: January-December 2006 pp. 161-199

www.nagorikpathagar.org

চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা)-কে পুতুল নিয়ে খেলতে অনুমতি দিয়েছেন, তিনি কীভাবে চিত্রকরের শাস্তির কথা বলেন? আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অখ্যাত ও অপ্রচলিত কিছু গ্রন্থের বরাতে তিনি দাবী করেছেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বায় মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন, 'উমার চিত্রসম্বলিত ধূপদানি ব্যবহার করেছেন আর সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) সাসানিয়ানদের প্রাসাদ বিজয়ের পর ঘোড়ার চিত্রসজ্জিত কক্ষে নামায আদায় করেছেন। সক্লেশে উদ্ভাবিত এসব ঘটনা উল্লেখান্তে আর্নল্ড সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিত্র ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ প্রাথমিক প্রজন্মের লোকদের কোন আপত্তি ছিল না। পরবর্তী প্রজন্মে, বিশেষত হাদীস সংগ্রহের পর চিত্রকলার প্রতি মুসলিমদের বৈরীভাব দেখা যায়। এই জঘন্য বক্তব্যের মাধ্যমে আর্নল্ড এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, হাদীসের সমষ্টি রাসূলের বাণী কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহলে মুসলিমদের মাঝে চিত্রের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব কোত্থেকে এল? আর্নল্ড নিজেই জবাব দিলেন: নিশ্চয় ইহুদিদের কাছ থেকে মুসলিমরা ধার করেছে এই কঠোরতা।

প্রায় ধর্মহীন পশ্চিমে বেড়ে ওঠা পণ্ডিতকূল ও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বে বিমোহিত একদল প্রাচ্য-সন্তানের এই একটি বড় সমস্যা। মুসলিম ও পার্সিকদের প্রার্থনায় কিছু মিল দেখতে পেয়ে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, মুহাম্মাদ তার ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়াবলীর এক তৃতীয়াংশ পার্সিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কোথাও দু'টি বিষয়ে মিল পেলেই তারা একটিকে অপরটির প্রভাব বলতে বলতে গলার পানি শুকিয়ে ফেলেন। ইসলাম ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে এমন ভাবনা মনে উদয় হত না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবের সাথে ইসলামের উদ্ভব ঘটেনি। পৃথিবীর প্রথম মানবের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে দীন প্রেরণ করেন তার নাম ইসলাম। হাজার হাজার বছরের পরিক্রমায় নানা নবীর মাধ্যমে বর্ধিত হয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং অন্যান্য নবীর অনুসারীদের প্রতিপালিত কোন বিষয়ের সাথে মিল থাকলেই তা ঐ ধর্মের প্রভাব হবে, এটি ইসলামের ব্যাপারে বাস্তবসম্মত নয়। ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণে বিরোধিতা ইহুদি ধর্মে ছিল, এ প্রবন্ধে আমরা তার প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। ভাস্কর্য ও ছবির নিষেধাজ্ঞা খৃস্টবাদেও বিদ্যমান ছিল। কারণ নবী ঈসা

www.nagorikpathagar.org

(আ) নতুন কোন শরী'আহ আনেননি। তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ও মূসা (আ)-এর শরী'আহ-এর অনুসারী ছিলেন। আর তাই ইহুদিবাদের ন্যায় খৃস্টবাদেও মূর্তির নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরবর্তীতে মিসরীয় ও রোমানরা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে এ ধর্মে যে রদবদল ও সংশোধনী আনীত হয় তার ফলে ঐসব দেশের নব্য খৃস্টানদের মধ্যে ইস্রায়িলীদের আগের দিনের মূর্তি-প্রতিমা পূজার প্রথাই পূর্বের মত বহাল থেকে যায়। পার্থক্য দাঁড়াল এই যে, আগে তারা যেসব দেব-দেবীর মূর্তির পূজা করত তদস্থলে তারা এখন মসীহ, মারইয়াম ও পবিত্র আত্মা-এর মূর্তির পূজা আরম্ভ করল। তাদের গির্জায় আর ধর্মমন্দিরে দেব-দেবীর মূর্তির আসন অধিকার করল মাতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মূর্তি। পরিশেষে রোমান স্থাপত্য ও কারুশিল্পে ফুল-বোঁটার বদলে পূর্বোক্ত তিন ছবি-মূর্তির প্রচলন হল।

প্রাণীর ভাস্কর্য ও চিত্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা মুসলিম সমাজকে পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করেছে। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পেরেছি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্প কীভাবে তাওহিদপন্থী জাতিকে মুশরিক জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের জ্ঞাতি খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাদের চেতনার উষালগ্ন থেকে ইসলামকে খৃস্টবাদের ন্যায় একটি শিথিল ও অকার্যকর ধর্মের কাতারে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট। ইসলামে ভাস্কর্যের বৈধতা আছে, এটি প্রমাণ করা গেলে মুসলিমদের মাঝে মূর্তিপূজার সয়লাব বইয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে; আজ আমাদের দেশে যারা মূর্তি ও ভাস্কর্য এক নয় বলে কোরাস তুলছেন তারা জেনে বা না জেনে খৃস্টানদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। আমরা একটু আগে দেখেছি প্রাচ্যবিদ মি. গিয়োম কীভাবে কৃত্রিম *সীরাতে ইবনু ইসহাক* সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে কা'বাঘরে ছবি থাকার অবাস্তব বর্ণনাটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

উপরে মিঃ আর্নল্ডের যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে স্ববিরোধিতা ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। চিত্রকরের শাস্তির বর্ণনাসম্বলিত বাণী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিনা, এ বিষয়ে আর্নল্ড সাহেব সংশয় প্রকাশ করেছেন। যদিও হাদীসটি সহীহাইনসহ সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে। তিনিই আবার পুতুল নিয়ে খেলার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে পরম আস্থার সাথে গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের উৎসও একই। এটি এক ধরণের মনগড়া কর্মকাণ্ড যা মিঃ আর্নল্ড ও তাঁর অনুসারীরা হরহামেশা করে থাকেন। প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমদের চিত্রকর্মের প্রতি কোমল মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি

www.nagorikpathagar.org

ভূগোলের বই চষে বেড়িয়েছেন, অথচ সেই প্রজন্মের দুই পুরোধা ইবনু আব্বাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) যে চিত্রকর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেছেন তা তিনি সযত্নে ও সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন [দেখুন এ রচনার ৩ ও ৪ সংখ্যক হাদীস]। এটিই হল বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা।

চিত্রকর্মের ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পরবর্তী প্রজন্মের আবিষ্কার নয়, এটি ইহুদি প্রভাবও নয়। বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থগুলোতে চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের কঠোর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যা এ রচনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব অভিনব ও অতি দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে চিত্রকর্মের প্রতি কতিপয় সাহাবীর নমনীয় আচরণ ছিল বলে দাবী করা হয়, নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনায় সে বর্ণনাগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

## তিন: মুসলিম দেশে ভাস্কর্য স্থাপনের উদাহরণ পেশ

ভাস্কর্যের বৈধতার দাবীদারগণ নানা দেশে ভাস্কর্য স্থাপনের উদাহরণ পেশ করে যুক্তি দিয়ে থাকেন। ইরানে শেখ সাদীর আবক্ষ মূর্তি আছে, মিসরে সা'দ জগলুল পাশার বিশাল ভাস্কর্য আছে, ইরাকে সাদ্দামের মূর্তি ছিল, কঠিন ইসলামী দেশ লিবিয়ায় মসজিদের সামনে ভাস্কর্য আছে। তাদের দেশে তো কোন হইচই হয় না। ইসলাম কি শুধু আমাদের দেশে আছে? এই হল আমাদের খ্যাতনামা এক লেখকের খেদোক্তি। আজকাল সাহিত্যিক-শিল্পী সবাই ইসলামী চিন্তাবিদ বনে গেছেন; ইসলাম নিয়ে হরদম নানা মন্তব্য করেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি ছাইপাশ লিখবেন? তাদের পশ্চিমা গুরুকূল তো লিখে সয়লাব করে দিয়েছেন। আর্নল্ড সাহেব মরক্কো থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত কোন্ মুসলিম দেশে কোন কালে কি চিত্র/ভাস্কর্য পাওয়া গেছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। ঐ ফিরিস্তির ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমরা তো জানি মুসলিমদের কর্মকাণ্ড ইসলামী শরী'আহ-এর উৎস নয়। মুসলিমরা কত অপকাজ করে; তার সবই কি বৈধ। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপান ইসলামে হারাম; এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। এমনকি তথাকথিত প্রগতিবাদীরাও এটি স্বীকার করেন। এখন যদি একদল মুসলিম মদ্যপান শুরু করেন তাহলে এটা কি বলা যাবে মদ্যপান বৈধ? কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিরুদ্ধে মুসলিমদের কর্মকাণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই শরী'আহ সংক্রান্ত আলোচনায়।

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখে অনেকে ইসলামকে শিল্প ও

www.nagorikpathagar.org

সৌন্দর্য বিরোধী বলে চিত্রিত করতে চায়। এ ধারণা সঠিক নয়, চিত্রকলার বাইরেও শিল্পচর্চা রয়েছে। ইসলামী সভ্যতার সাধারণ স্বরূপ হল এটি মানুষ ও প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্যকে উৎসাহিত করে না। ইসলামী সভ্যতা হল মূর্তিমুক্ত সভ্যতা যা ইসলামের তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মুসলিম শিল্পীর শিল্পবোধ দেখা যায় মসজিদে, কুরআনের পাতায় পাতায়, অট্টালিকা ও বাড়িঘরের সৌন্দর্য বর্ধনে। দেখা যায় দেয়ালে, ছাদে, দরজা-জানালা এবং কখনো কখনো ফ্লোরে। এমনকি বাড়ির ব্যবহার্য জিনিসপত্রে, যেমন তৈজসপত্র, কাপড়-চোপড়, বিছানা ইত্যাদিতে।

ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলায় মুসলিম লিপিকরগণ যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার কোন নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। এই ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন আমরা দেখি মসজিদে, কুরআনে। মসজিদে নববী, দামেশকের উমাইয়া মসজিদ, ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ ও সোলায়মানিয়া মসজিদ মুসলিম শিল্পীদের শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

সভ্যতার ইতিহাস লেখকরা বলেছেন, স্থাপত্যশিল্পে ইসলামী শিল্পকলার সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিফলন ঘটেছে। সম্ভবত তার সর্বোত্তম নিদর্শন হল আগ্রার তাজমহল, যা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এভাবে মূর্তি, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ করার ফলে শিল্প জগতে অনেক নতুন শিল্পের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে যা ইসলামী শিল্পকলাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

এ বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করার আগে আমরা ফটোগ্রাফী সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করতে চাই।

## ক্যামেরায় তোলা ছবি

ক্যামেরা আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী ইমামগণের যুগে এ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। স্বভাবতই এ-যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তোলা ছবি সম্পর্কে হাদীসে ও পূর্ববর্তী 'আলিমগণের রচনায় কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। অতএব এ বিষয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্যামেরায় ছবি তোলা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আধুনিক যুগের 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের মতামত ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

**প্রথম মত: ক্যামেরায় তোলা ছবি বৈধ**

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্যসংখক 'আলিম ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবি বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ যন্ত্রের মাধ্যমে তোলা ছবিতে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির বিধান আরোপ করা যায় না। যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের মাঝে রয়েছেন: মিশরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ বুখাইত, শায়খুল আযহার জাদ আল-হক আলী জাদ আল-হক, সায়্যিদ সাবিক, সৌদি আরবের বিশিষ্ট 'আলিম শায়খ মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন, সিরিয়ার বিশিষ্ট ফকীহ ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী ও দোহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ইউসুফ আল-কারযাভী প্রমুখ।[১০২]

উপর্যুক্ত 'আলিমগণ সাধারণভাবে ক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতি দিলেও বিস্তারিত অভিমত প্রদানে মতভেদ করেছেন। শায়খ আল-উছাইমীন-এর মতে ক্যামেরায় ছবি তোলা বৈধ হলেও তা প্রয়োজনের আওতায় সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত; স্মৃতি রক্ষার্থে, বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছবি তোলা বৈধ নয়।[১০৩] আল-কারযাভীর মতে ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তোলা বৈধ হলেও ছবির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। বৈধতার সুযোগ নিয়ে বেপর্দা নারীর ছবি বা অশ্লীল ছবি তোলা জায়েজ হবে না। তেমনিভাবে বিলাসিতা ও অপচয়-অপব্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছলে ছবি তোলা হারাম বলে পরিগণিত হবে।[১০৪]

**দলীল**[১০৫]

ক্যামেরা আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে এ যন্ত্রের ব্যবহার-বিষয়ে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর যে বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না সেটি মূলত: হালাল। لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم 'কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার দলীল পাওয়া না গেলে সেটি মূলত: হালাল।' এটি উসূলে ফিকহ-এর একটি বহুল উচ্চারিত ও প্রয়োগকৃত মূলনীতি। ক্যামেরায় তোলা ছবির ব্যাপারে যেহেতু কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি সেহেতু এটি হালাল।

নিষিদ্ধ ছবির ব্যাপারে হাদীসে *তাছবীর* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আর চিত্রকর

---

১০২. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সাইদান, হুকমুত তাসবীরিল ফুতুগ্রাফী পৃ. ১৩-১৪ অনলাইন সংস্করণ

১০৩. http://www.asir1.com/as/showthread.php?t=62422

১০৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলাম ও শিল্পকলা, পৃ. ৭৮-৭৯

১০৫ . ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতার দলীলের জন্য দেখুন
http://www.6moo7.com/vb/showthread.php?t=23175:
http://www.imanway.com/vb/showthread.php?p

www.nagorikpathagar.org

বোঝাতে *মুছাব্বির* শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আল-উছাইমীনের মতে *تصوير* এর অর্থ হল: কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট আকৃতিতে তৈরি করা; এই কাজটি ক্রমান্বয়ে সম্পাদিত হয়, চিত্রকর কোন মডেল বা ছবির অনুকরণে চোখ, মুখ, হাত-পা আঁকেন এবং এক পর্যায়ে আঁকার কাজ সম্পন্ন হয়। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ কিছু তৈরির চেষ্টা করা হয়। হাদীসে এ ধরণের তাছবীরকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু ক্যামেরার মাধ্যমে যে ছবি তোলা হয় তাতে পর্যায়ক্রমিক অনুকরণের মাধ্যমে ছবি আঁকা হয় না। মুহূর্তের মাঝেই যন্ত্র-ব্যবহারে ছবি তোলা হয়। চিত্রকর যেভাবে নিজের হাত ও কর্মকুশলতার প্রয়োগ করেন সেই রকম ভূমিকা একজন ক্যামেরাম্যানকে পালন করতে হয় না। অর্থাৎ ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা গৌণ। ক্যামেরায় তোলা ছবি ও শিল্পীর আঁকা ছবির মাঝে আরেকটি বড় পার্থক্য হল: ক্যামেরার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতা বা অনুকরণ করা হয় না। কারণ ক্যামেরার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে হুবহু ধরে রাখা হয়। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া হয়: কোন ব্যক্তি যদি কারো হাতের লেখার অনুরূপ লেখার চেষ্টা করে তবে এটা বলা যাবে যে, দ্বিতীয়জন প্রথম ব্যক্তির লেখা নকল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রথম ব্যক্তির হাতের লেখার ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে রাখে তাহলে এটি বলার উপায় নেই যে, সে প্রথম ব্যক্তির লেখা নকল করেছে। বরং বলতে হবে সে প্রথম জনের লেখা হুবহু ধারণ করেছে। তেমনিভাবে ক্যামেরায় ছবি তোলার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর অনুকরণ করা হয় না, বরং আল্লাহর সৃষ্টিকে হুবহু ধারণ করা হয়।

বস্তুত: ক্যামেরার মাধ্যমে বস্তুর ছায়াকে ধারণ করা হয় এবং তা কাগজ বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়। এটিকে অনেকটা আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সাথে তুলনা করা যায়। কেউ যদি আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হন তবে আয়না কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই তার ছবিকে ধারণ করে। তাই বলে 'আয়না ব্যবহার হারাম' একথা কেউ বলে না। আর তাই ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রে তাছবীর শব্দটি প্রয়োগ করা যায় না এবং ক্যামেরায় তোলা ছবি মুবাহ বা বৈধ।

**দ্বিতীয় অভিমত :** ক্যামেরায় তোলা ছবি ও শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মাঝে বিধানগত কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির ন্যায় ক্যামেরায় তোলা [প্রাণীর] ছবিও হারাম।

আধুনিক যুগের ভারতীয় উপমহাদেশের বেশীরভাগ 'আলিম এবং মধ্যপ্রাচ্যের

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'আলিম-এর মতে ক্যামেরায় প্রাণীর ছবি তোলা হারাম বা নিষিদ্ধ। যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের মাঝে রয়েছেন সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ বিন বায (রহ.), মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহিম আল-শায়খ, শায়খ সালেহ আল-ফাওযান, আবু বকর আল-জাযাইরী, নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী প্রমুখ। তাঁদের যুক্তিগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।[১০৬]

**দলীল**

**এক.**

হাদীসে নিষিদ্ধ ছবি বোঝাতে ছূরাহ [صورة], তাছবীর [تصوير] এবং চিত্রকর বোঝাতে মুছাব্বির [مصور] শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আধুনিক যুগের আরবী ভাষার প্রচলনে শব্দগুলো ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। চাকুরীর বিজ্ঞাপনে আবেদনপত্রের সাথে ছবি সংযোগ করার কথা বোঝাতে আরবীতে ছুরাহ [صورة] শব্দটি ব্যবহার করা হয়; ক্যামেরাম্যানকে মুছাব্বির [مصور] বলা হয়। বাংলা ভাষায়ও দেখা যায়, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবি বোঝাতে *ছবি* শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রচলনে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবির মাঝে কোন শব্দগত পার্থক্য করা হয় না। আর হাদীসে সর্বপ্রকারের ছবিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিরুক্তি এড়ানোর জন্য মাত্র দু/তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে:

كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم

'*প্রত্যেক চিত্রকর* জাহান্নামে যাবে; তার আঁকা *প্রতিটি ছবির* বিপরীতে একটি করে আত্মা সৃষ্টি করা হবে যে তাকে [চিত্রকরকে] শাস্তি দেবে।'[১০৭]

আরবী ভাষায় ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য সবচাইতে শক্তিশালী যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে অন্যতম হল كل শব্দটি; এ হাদীসে كل শব্দটি দু'জায়গায় এসেছে, كل مصور প্রত্যেক চিত্রকর ও بكل صورة প্রতিটি ছবি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে *ছুরাহ* বলতে ক্যামেরায় তোলা ছবিও বুঝায় আর *মুছাব্বির* বলতে যে ব্যক্তি ক্যামেরা অপারেট করে তাকেও বোঝায়। এতে বোঝা যায় কোনো চিত্রকর ও চিত্রগ্রাহক শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না। তদুপরি এ হাদীসে صورة শব্দটি এসেছে অনির্দিষ্ট বা نكرة রূপে এবং হ্যাঁ বোধক ক্রিয়া বা الفعل।

---

১০৬. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সাইদান, *হুকমুত তাসবীরিল ফুতুগ্রাফী* পৃ. ১৩-১৪

১০৭. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস: বাবু তাহরীম তাসবীর ছুরাতিল হাইওয়ান, খ. ৩, পৃ. ৫৩৬

www.nagorikpathagar.org

المثبت এর পর। হ্যাঁ বোধক ক্রিয়ার পর অনির্দিষ্ট বিশেষ্য হলে নিরংকুশতা (مطلق) বুঝায়। অর্থাৎ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সব চিত্রকর [প্রাণীর] জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

إن من أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون

'চিত্রকর/ছবি নির্মাতারা কিয়ামত দিবসে সবচাইতে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের দলভুক্ত হবে।'[১০৮]

এ হাদীসে المصور [মুছাব্বির] শব্দটি বহুবচনের রূপে এসেছে; তদুপরি এর সাথে ব্যাপকতাবোধক أل যুক্ত হয়েছে। একবচন বা বহুবচনের বিশেষ্যের পূর্বে أل আসলে ব্যাপকতা নির্দেশ করে। সেই হিসেবে এই হাদীসের অর্থ হবে: '[প্রাণীর] সকল চিত্রকর কিয়ামত দিবসে সবচাইতে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের দলভুক্ত হবে।'

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيمة؛ يقال لهم: احيوا ما خلقتم

'যারা এসব ছবি আঁকে কিয়ামত দিবসে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে; বলা হবে- তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণসৃষ্টি কর।'[১০৯]

এখানে ছবি বোঝাতে صورة শব্দের বহুবচনের রূপ صور আনা হয়েছে। তৎপূর্বে যোগ হয়েছে ব্যাপকতাজ্ঞাপক أل। অর্থাৎ সব মাধ্যমের ছবি নির্মাতাকে কিয়ামত দিবসে শাস্তি দেয়া হবে।

**দুই.** ক্যামেরা ও আয়নার মাঝে তুলনা করার মত সদৃশতা নেই। আর তাই আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হলে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তার ওপর অনুমান করে ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতা দেয়া যাবে না। কারণ এ দু'টি জিনিসের মাঝে তেমন কোন সাদৃশ্য তো নেই বরং অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমত: আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হলেই প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এর জন্য কোন অপারেটর দরকার হয় না। অপরদিকে অপারেটর ব্যতীত ক্যামেরা চালানো সম্ভব নয়। এমনকি সিসি ক্যামেরা যা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপিত থাকে তার সুইপ অফ-অন করার জন্য হলেও অপারেটর দরকার। অতএব ক্যামেরার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা পালনের অনেক সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত: ক্যামেরার মাধ্যমে স্থির ছবি তোলা হয়। আয়নার মাধ্যমে স্থির ছবি তোলা যায় না। তৃতীয়ত: আয়নার সামনে যে দণ্ডায়মান হয় তাকে মুছাব্বির, চিত্রকর বা চিত্রগ্রাহক কোন কিছুই বলা হয় না। চতুর্থত: ছবি আঁকার নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে যেসব কারণ রয়েছে তার কোনটিই আয়নায়

---

১০৮. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল লিবাস: বাবু 'আযাবিল মুসাব্বিরীনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ, খ. ৩, পৃ. ২০৫

১০৯. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

প্রতিবিম্বিত ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। আয়নার ছবিতে সৃষ্টির কাজে আল্লাহর অনুকরণ, সম্মান প্রদর্শন বা অপচয় কোনটাই প্রাসঙ্গিক নয়, অপরদিকে ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে সব ক'টি প্রযোজ্য হয়। আর তাই ক্যামেরা ও আয়নার মাঝে কোন তুলনা চলে না এবং আয়না ব্যবহারের বৈধতার ওপর কিয়াস করে ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতা দেয়া যাবে না।[১১০]

**তিন.** শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবির মাঝে হুকুম ভিন্ন হওয়ার মত বৈশাদৃশ্য নেই। ক্যামেরার ছবির বৈধতা জ্ঞাপনকারীরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রে সৃষ্টিকাজে আল্লাহর অনুকরণের ব্যাপারটি প্রযোজ্য হয় না। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে হুবহু ধারণ করা হয়।' তাঁদের এ যুক্তি ধোপে টিকছে না। কারণ ক্যামেরার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে যতটা নিখুঁতভাবে ধারণ করা সম্ভব শিল্পীর তুলিতে ততটা নিখুঁতভাবে ধারণ করা সম্ভব নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে ক্যামেরার মাধ্যমে সৃষ্টিকাজে আল্লাহর অনুকরণ করা হয় না তবুও ক্যামেরার ছবিকে বৈধতা দেয়া যেতে পারে না। কারণ ছবি নিষিদ্ধ করার একমাত্র কারণ সৃষ্টিকাজে আল্লাহর অনুকরণ করা নয়; এর পশ্চাতে আরো অনেক কারণ রয়েছে। ছবির ব্যবহার ধীরে ধীরে ব্যক্তিপূজা ও মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয়। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি হোক বা ক্যামেরায় তোলা ছবি হোক ঘরে [প্রাণীর] ছবি থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আবার এতে অপচয় তথা সম্পদও নষ্ট হয়। ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার এ কারণগুলো ক্যামেরায় তোলা ছবিতেও পাওয়া যায়। আর তাই এটি নিষিদ্ধ।

**চার.** ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে মানুষের হাতের তেমন কোন ভূমিকা নেই বলে যে দাবী করা হয় তা সত্যি নয়। ক্যামেরা অপারেশনে যদি মানুষের কোন ভূমিকাই না থাকত তবে একই ক্যামেরা ব্যবহার করে সব ফটোগ্রাফার সমান কোয়ালিটির ছবি তুলতে পারতেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ছবির কোয়ালিটি ক্যামেরাম্যানের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। অতএব তুলি দিয়ে ছবি আকাঁর ক্ষেত্রে যেমন শিল্পীর ভূমিকা মূখ্য তেমনি ক্যামেরা ব্যবহারে ছবি তোলার ক্ষেত্রেও চিত্রগ্রাহকের ভূমিকাই মুখ্য। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুস্তাফা আল-হামীমী লিখেছেন:

> আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, হাতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবি সম্পূর্ণ এক। অতএব ছবি তোলার যন্ত্র ব্যবহার করা হারাম। তেমনিভাবে

---

১১০. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সাইদান, *হুকমুত তাসবীরিল ফুতুগ্রাফী*, পৃ. ২৬-২৭

www.nagorikpathagar.org

অন্য কাউকে ক্যামেরা ব্যবহার করে নিজের ছবি তুলতে দেয়াও নিষিদ্ধ। কারণ এর মাধ্যমে হারাম কাজে সহযোগিতা করা হয়। 'ক্যামেরার ছবিতে ফটোগ্রাফারের হাতের কোন ভূমিকা নেই' এ যুক্তিতে আমাদের যুগের কোন কোন 'আলিম ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতার বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। একটা উদাহরণ দেয়া হচ্ছে: এক ব্যক্তি একটি হিংস্র বাঘ ছেড়ে দিল, সে কিছু মানুষ হত্যা করল, কিংবা বিষমিশ্রিত খাবার খাইয়ে মানুষ হত্যা করল। অতঃপর তাকে যখন অভিযুক্ত করা হল তখন সে বলল, আমি তো হত্যা করিনি; হত্যা করেছে বাঘ অথবা বিষ।[১১১]

শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী آداب الزفاف গ্রন্থে বলেন:

কেউ কেউ হাতে আঁকা ছবি ও ক্যামরায় তোলা ছবির মাঝে পার্থক্য করেন এবং মনে করেন ক্যামেরায় তোলা ছবিতে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা নেই যেমনটি রয়েছে হাতে আঁকা ছবিতে। ক্যামেরা দিয়ে মানুষ কেবল ছায়া সংরক্ষণ করে, ব্যাস এতটুকুই! আচ্ছা, বহু সাধনায় ক্যামরা নামক যন্ত্রটি কে আবিষ্কার করেছে? ফিল্ম ভরা, লেন্স ঠিক করা, টার্গেট ঠিক করা এ কাজগুলি কে করে? এগুলি কি মানুষের কাজ নয়? ওঁদের মতে কেউ যদি হাতে আঁকা ছবি বাসায় টাঙায় তবে তা হারাম আর কেউ ক্যামেরায় তোলা ছবি টাঙায় তবে তা জায়েয!!! মতামত প্রদানে এ ধরণের একদেশদর্শিতা ও নিষ্প্রাণ জড়তা আমি কেবল পূর্বকালের কিছু যাহেরী মতাবলম্বীদের কাছে পেয়েছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ্ধ পানিতে মুত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন' এ হাদীসের ব্যাপারে জনৈক যাহেরী মতাবলম্বী বলেন, বদ্ধ পানিতে মুত্রত্যাগ করা হারাম, তবে পাত্রে মুত্রত্যাগ করে বদ্ধ পানিতে ফেলা হারাম নয়!![১১২]

শায়খ মুহাম্মদ আলী সাবূনী বলেন:

ফটোগ্রাফীও *তাছবীরের* একটি প্রকার; ঐ যন্ত্র দিয়ে যা তোলা হয় তাকে *ছূরাহ* আর ক্যামেরা অপারেটরকে *মুসাব্বির* বলে। যদিও সুস্পষ্ট নস এই প্রকারের ছবির ব্যাপারে নিরব [সেটিই স্বাভাবিক; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় ক্যামেরা আবিস্কৃত হয়নি।]

---

১১১. শায়খ মুস্তাফা আল-হামামী, *আল-নাহদাহ আল-ইসলাহিয়্যা*, পৃ. ২৬৪-৬৫, তকী আল-উছমানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬১-৬২ হতে উদ্ধৃত

১১২. তকী আল-উছমানী, প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

এবং এতে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি নেই তবুও এটি *তাসবীরের*-ই একটি প্রকার। আর তাই ক্যামেরা ব্যবহারের বৈধতা 'প্রয়োজনের শর্তে' সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।[১১৩]

শায়খ হামূদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-তুওয়াইজিরী বলেন:

বিভ্রান্তিকর মন্তব্য হল: আধুনিক যুগের কতিপয় 'আলিমের বক্তব্য: 'হাতে আঁকা ছবি হারাম, কিন্তু ক্যামেরায় তোলা ছবি হারাম নয়।' এটি অত্যন্ত অভিনব এক সাদৃশ্য (!) যা বক্তার মুর্খতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এ ধরণের বক্তব্যের জবাব দেয়া লাগে না; কারণ এর এ যুক্তির অসারতা স্বপ্রকাশিত। যদি কেউ বলে হাতে আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করে মদ বানালে তা হারাম, আর মেশিনে মদ বানালে তা হালাল-যদিও তা হাতে বানানো মদের চাইতে বেশী নেশাদায়ক হয়, সেই ব্যক্তি ও এই ব্যক্তির মাঝে [যে বলে ক্যামেরায় ছবি তোলা বৈধ] কোন পার্থক্য নেই; দু'জনেই একটি জিনিসকে হারাম করছেন আবার তার চাইতে অধিক হারাম হওয়ার উপযুক্ত একটি জিনিসকে হালাল বলছেন।

একটু আগে আমি উল্লেখ করেছি যে, ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হল সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর অনুকরণের চেষ্টা, যেমন আবু হুরাইরা ও আয়িশার হাদীস হতে বুঝা যায়। আর এ কারণটি হাতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবি-সব ছবিতে পাওয়া যায়। ছবি যদি মূলের কাছাকাছি বেশী হয় সেক্ষেত্রে অনুকরণও বেশী হয়।

বুদ্ধিমান যে কেউ জানে যে, শিল্পীর তুলির চেয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে নিখুঁত ও আসলের কাছাকাছি ছবি তোলা যায়, তার মানে অনুকরণের বিষয়টি ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য।[১১৪]

**চার.**

ছবির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধরণের প্রোডাক্ট হারাম করা হয়েছেন, কোন মাধ্যম হারাম করা হয়নি। প্রোডাক্টটি যদি হয় প্রাণীর ছবি তবে তা হারাম-যে মাধ্যমেই তা অঙ্কন করা হোক না কেন-শিল্পীর তুলিতে আঁকা হোক বা ক্যামেরায় তোলা হোক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ প্রোডাক্ট তথা প্রাণীর ছবি হারাম। তবে মাধ্যম হারাম নয়, ক্যামেরা বা শিল্পীর তুলির ব্যবহার হারাম হবে না যদি তা দিয়ে নিসর্গের সৌন্দর্য

---

১১৩. মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *হুকম আল-ইসলাম ফি আল-তাসবীর*, পৃ. ১৫, তকী আল-'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩ হতে উদ্ধৃত

১১৪. http://www.asir1.com/as/showthread.php?t=62422

www.nagorikpathagar.org

ফুটিয়ে তোলা হয়। অর্থাৎ শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা সব ছবি হারাম নয় আবার ক্যামেরা তোলা সব ছবি বৈধ নয়।[১১৫]

**পাঁচ**

**হারাম কাজের ছিদ্রপথ বন্ধ করা: [سد الذرائع]**

শরী'আহ-এ নিষিদ্ধ কাজগুলো দু'ভাগে ভাগ করা হয়: এক. স্বতই যা হারাম, যেমন প্রাণীর ভাস্কর্য বানানো ও ছবি আঁকা। দুই. আনুসঙ্গিকতার কারণে যা হারাম হয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয়, সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ক্যামেরায় তোলা ছবি হারাম হয়নি তবুও হারাম কাজের পথ বন্ধ করার মূলনীতিতে এ ধরণের ছবিকে হারাম বলা যায়। আজকাল ছবির ব্যাপারে এত বেশী শৈথিল্য দেখানো হচ্ছে যে, মুসলিম সমাজগুলো ছবিময় সমাজে পরিণত হয়েছে। অফিস-আদালতে রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি ঝুলানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সময় ছবি ঝুলানো ও নামানোকে কেন্দ্র করে রীতিমত সংঘাত-হানাহানির ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যালয়ে নেতা-নেত্রীদের বিশাল আকৃতির ছবি টাঙানো হয়, এসব ছবিতে ফুল দেয়া হয়। আবার সামান্য ছবি সম্বলিত পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

মুসলিমদের বাড়িগুলো আজ ছবিময় হয়ে গেছে। পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের ছবি বাঁধাই করে রাখা হয়। আবার পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের কেউ মারা গেলে তাদের ছবি বাঁধাই করে রাখা হয়। এসব ছবি দেখে স্মৃতিচারণ করা হয় আবার কখনো-সখনো বেদনা বা আনন্দের মূহূর্তে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকে কথাবার্তা বলে। এভাবে ছবি মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনাশর্তে ছবি তোলার বৈধতা দেয়া হলে এ পৌত্তলিক সংস্কৃতি রোধ করা যাবে না। অতএব হারামের ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য হলেও ছবি হারাম হওয়া উচিত।

**ছয়**

**সন্দেহপূর্ণ বস্তু হতে বেঁচে থাকার জন্য ক্যামেরার ছবি বর্জন করা উচিত: [اتقاء المشتبهات]**

নু'মান ইবনু বশীর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১১৫. ২৬/০২/২০০৯ তারিখে 'চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ' বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিআইসি সেমিনারে অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদের সমাপনী বক্তৃতা।

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন:

الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام

'হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এ–দু'টির মাঝে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে; যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বিরত থাকবে সে তার দীন ও সম্মান অটুট রাখবে আর যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পড়বে সে হারামে লিপ্ত হবে।' [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

আমরা যদি ক্যামেরায় তোলা ছবিকে সুস্পষ্ট ও অবিতর্কিত হারাম বলে গণ্য নাও করি তবুও অন্তত এটুকু তো বলা যায় যে এটি সন্দেহপূর্ণ বিষয়; যেহেতু এর সাথে হারাম বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। ক্যামেরার ছবি যদি সুস্পষ্ট হারাম হয় তো কথা নেই, আর যদি তা নাও হয় তবুও সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নীতিমালা অনুসরণে এটিকে হারাম বলে গণ্য করাই নিরাপদ।

## প্রয়োজনে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা

আজকাল পাসপোর্ট, আইডি কার্ডসহ নানা প্রয়োজনে ছবি তোলার দরকার হয়। যে 'আলিমগণ ছবি তোলা হারাম বলে মত দিয়েছেন তারাও অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনের সময় অবৈধ বিষয়ে প্রয়োজনমাফিক ছাড় দেয়ার নজির আল-কুরআনে রয়েছে:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عَادٍ فَلا إِثمَ عَلَيهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'তিনি কেবল তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত, রক্ত, শুকরের গোশত, এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে; তবে বিদ্রোহী না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে কেউ যদি [উপরোক্ত বস্তুসমূহ খেতে] বাধ্য হয় তবে তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [আল-কুরআন ২: ১৭৩]

অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার যে বৈধ তা প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মদ রহ. *আল-সিয়ার আল-কাবীর* গ্রন্থে বলেন:

وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله

www.nagorikpathagar.org

'যদি ছবিযুক্ত তরবারী ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তবে তা ব্যবহারে কোন বাঁধা নেই।'[১১৬]

আল-সারাখসী *আল-সিয়ার আল-কাবীর*-এর ব্যাখ্যগ্রন্থে বলেন:

إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك.. .. ولا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه.

'মুকুটধারী অনারব রাজার ছবিযুক্ত মুদ্রা মুসলিমরা ব্যবহার করে আসছে, কেউ এই লেনদেনে বাঁধা দেননি। .. কেউ নামাযরত অবস্থায় অনারব মুদ্রা বহন করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও সে মুদ্রায় সিংহাসনে বসা মুকুটধারী রাজার ছবি থাকে।'[১১৭]

নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রয়োজনমাফিক ছাড় দেয়ার ব্যাপারে উসূলে ফিকহ-এ কিছু মূলনীতিও রয়েছে:

الضرورات تبيح المحظورات 'প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তু হালাল হয়ে যায়।'[১১৮]

لا محرم مع الضرورة 'অনিবার্য প্রয়োজন থাকলে হারাম থাকে না।'[১১৯]

**প্রয়োজনীয় বিষয়ের নমুনা**

কোন্ কোন্ প্রয়োজনে ছবি তোলা জায়েয হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার; কারণ এই সুযোগ অবারিত থাকলে হারামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে প্রয়োজন বলতে অনিবার্য প্রয়োজনকে বুঝানো হচ্ছে- পার্থিব বা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ বা জীবিকা আহরণের জন্য ছবি ব্যবহারের দরকার হলে তা বৈধ। মুসলিমদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য হজ্জ আদায় করা। এই ফরয আদায় করতে হলে পাসপোর্ট করতে হয় এবং সেজন্য ছবির দরকার হয়। আজকাল ছাত্র হোক কর্মজীবি হোক সবার আইডি কার্ড বা পরিচয় পত্র রাখতে হয়, পরিচয় পত্রে ছবি ব্যবহার করতে হয়। এভাবে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র, গাড়ীচালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ নানা ডকুমেন্টে ছবি ব্যবহার করতে হয়। এসব প্রয়োজন পূরণের জন্য ছবি তোলা ও ব্যবহার করা জায়েয। পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন নিউজ আইটেমে ছবি সংযোজন করা হয়। অনেক

---

১১৬. তাকী আল-উছমানী, *তাকমিলাহ*, পৃ. ১৬৩

১১৭. প্রাগুক্ত

১১৮. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সা'ইদান, হুকমুত তাসবীরুল ফুতুগ্রাফী পৃ. ২৩

১১৯. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

সময় অপরাধমূলক খবরের ক্ষেত্রে ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এগুলো নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্ররা মানবদেহ নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞানের এই শাখার গ্রন্থগুলোতে মানবদেহের ছবি ব্যবহার করা হয়। এভাবে অনিবার্য প্রয়োজনের অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যেসব ক্ষেত্রে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা জায়েজ বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। 'অনিবার্য প্রয়োজন'-এর উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সুযোগ-সন্ধানী শৈথিল্য যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনি অপ্রয়োজনীয় কড়াকড়িও কাম্য নয়। কোন্‌টা অনিবার্য প্রয়োজন, কোন্‌টা জরুরী নয়- সেটি নির্ধারণে কুরআন-সুন্নাহর চেতনা ও বিবেকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

ক্যামেরায় ধারণ করা ছবি সম্পর্কে আধুনিক যুগের 'আলিমগণ যে মতভেদ করেছেন তা অনেকটা শাব্দিক মতভেদের পর্যায়ে পড়ে, বাস্তবে এই মতভেদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। যারা ছবি তোলাকে বৈধ বলেছেন তারা ছবির বিষয়বস্তু ও ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন- ছবির ব্যবহার যেন প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা যেন অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও অপচয়ের পর্যায়ে না পৌঁছে। আবার যাঁরা ছবি তোলা হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন তাঁরাও অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

## ভাস্কর্য ও ছবির বিধানের সারমর্ম

### ভাস্কর্যঃ

প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম, পূজার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করুক বা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতা করার নিয়তে করুক বা কেবল শিল্পচর্চার জন্য করুক বা স্মৃতি রক্ষার্থে করুক; সর্বাবস্থায় প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম। এটি সর্বকালের সর্বস্থানের 'আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমত।

### শিল্পীর আঁকা ছবিঃ

ক. প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। প্রাণীর ছবির সম্মানজনক ব্যবহারও হারাম। ছবিযুক্ত কাপড় দেয়ালে টাঙানো কিংবা প্রাণীর ছবিসম্বলিত পর্দা ব্যবহার সংখ্যগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে হারাম। গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ঘরের দেয়ালে প্রাণীর ছবিযুক্ত ওয়ালমেট ব্যবহার হারাম। তবে একদল 'আলিম মনে করেন প্রাণীর ছবির ব্যবহার মাকরূহ; হারাম নয়।

www.nagorikpathagar.org

খ. ছবিযুক্ত কাপড় যদি কেটে টুকরা করে ছবির আকৃতি বিনষ্ট করা হয় তবে তা ব্যবহার করা বৈধ।

গ. প্রাণীর ছবির মাথায় কেটে ফেললে তা ব্যবহার করা যায়। তবে আবক্ষ মূর্তি/ছবি হারাম।

ঘ. প্রাণীর ছবিযুক্ত বস্তুর অসম্মানজনক ব্যবহার বৈধ; যেমন বিছানার চাদর, পাপোষ বা ফ্লোরমেটে ব্যবহৃত ছবি।

ঙ. গাছপালা ও অপ্রাণী তথা নদীনালা, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত. আকাশ-নক্ষত্র ইত্যাদির ছবি আঁকা বৈধ যদি তা এবাদত বন্দেগী থেকে বিমুখ না করে এবং বিলাসিতার পর্যায়ে না পড়ে।

**ক্যামেরায় তোলা ছবি**

এ বিষয়ে আলিমগণের দু'টি মত পাওয়া যায়। একদল 'আলিমের মতে, ক্যামেরায় তোলা ছবি ও শিল্পীর আঁকা ছবির বিধান এক ও অভিন্ন; তবে পাসপোর্ট-আইডিসহ নানা প্রয়োজনে প্রয়োজনমাফিক ছবি তোলা জায়েয। আরেকদল 'আলিম মনে করেন, সাধারণভাবে ক্যামেরায় ছবি তোলা বৈধ। তবে ছবির বিষয়বস্তু ও ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

**উপসংহার :**

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে ইসলাম কি মনোভাব পোষণ করে ওপরের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা তা আলোচনা করেছি। আমরা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দু'পক্ষের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখেছি ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয় সেগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামসহ প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। ভাস্কর্যের বিরোধিতা পরবর্তী প্রজন্মের আবিষ্কার বলে যে দাবী করা হয় তাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। অনুসারীদের কাছে ইসলাম শর্তহীন আনুগত্য দাবী করে। কেন, কিভাবে এসব প্রশ্নের জবাবের ওপর ইসলামী বিধানের সৌধ প্রতিষ্ঠিত নয়। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর শর্তহীন আনুগত্যের নাম ইসলাম। নিজেদের খাহেশের প্রতিকূলে কোন বিধান না মানা কিংবা মনগড়া মতবাদের পক্ষে শরী'আহ-এর দলীলসমূহের অপব্যাখ্যা দেওয়া মুসলিমের কাজ হতে পারে না। নিজের পছন্দ অনুযায়ী ইসলামকে সাজানো নয়, বরং ইসলামের দাবী

www.nagorikpathagar.org

অনুযায়ী নিজেকে সাজাতে হবে। আমাদের দেশে একদল মুসলিম আছেন যারা নিজেদেরকে প্রাকটিচিং মুসলিম দাবী করেন এবং ইসলামকে অনুসরণের চেষ্টাও করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জেনে বা না জেনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, নিয়মমাফিক রোযা রাখেন আবার বাসায় মাতা-পিতার ছবি বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখেন কিংবা প্রাণীর ছবি সম্বলিত ওয়ালমেট ব্যবহার করেন। তাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদনঃ যে হাদীসের অনুসরণে আপনি নামায আদায় করছেন সে হাদীসেই রয়েছে প্রাণীর ছবিওয়ালা ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আমরা কেন একগুচ্ছ হাদীস গ্রহণ করব অপরগুলো অমান্য করব? জরুরী পরিস্থিতিতে অনেক হারাম কাজ হালাল হয়ে যায়, যেমন ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে শুকরের মাংসও খাওয়া যায়। বাসার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রাণীর ছবি সম্বলিত ওয়ালমেট বা পোস্টার ব্যবহার কি অপরিহার্য? পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি রক্ষার্থে ছবি ঝোলানো কি খুবই প্রয়োজন? গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয়তা ইসলাম অস্বীকার করে না; আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু সৌন্দর্য চর্চার নামে শরী'আহ-এর বিধান লংঘন করা যেতে পারে না। বাজারে প্রাণীর চিত্র ছাড়াও বহু সুন্দর ওয়ালমেট পাওয়া যায়। গৃহসজ্জার বিকল্প সামগ্রী থাকার পরও কেন আমরা শরী'আহ লংঘন করতে যাব? এটাতো বিনা প্রয়োজনে গুনাহ কামাই করা। পিতা-মাতা বা প্রিয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতি রক্ষার্থে ছবি টাঙানো অপরিহার্য নয়। পিতা-মাতাকে স্মরণে রাখার সর্বোত্তম উপায় হল তাঁদের জন্য হরহামেশা দোয়া করা। প্রিয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতি ধরে রাখার সর্বোত্তম উপায় তার আদর্শকে অনুসরণ করা, লেখালেখি ও আলোচনা-পর্যালোচনায় তার স্মৃতি জাগরুক রাখা। সৌন্দর্য চর্চা ও স্মৃতি রক্ষার এত বিকল্প উপায় থাকতে আমরা কেন শরী'আহ-এর বিধান লংঘন করব? ■

## বরাত

ক. *আল-কুরআনুল করীম।*

খ. *সহীহ আল-বুখারী* (কায়রোঃ দার আল-তাকওয়া ২০০১)।
*সহীহ মুসলিম* (কায়রোঃ দার আল-হাদীস ১৯৯৭)।
*সহীহ মুসলিম বি শারহ আল-নওয়াবী* (কায়রোঃ দার আল-হাদীস ১৯৯৪)।

www.nagorikpathagar.org

*সুনান আত্-তিরমিযী* (আল-মদীনা: মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী তা.বি.)।
*সুনান আবি দাউদ* (কায়রো: দার আল-হাদীস)।
*সুনান আন-নাসাঈ।*
*সুনান ইবনু মাজাহ।*
ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-কিতাব আল-মুসান্নাফ ফি আল-আহাদীস ওয়া আল-আছার* (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ১৯৯৫)।

গ. ইবনু জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান*, (কায়রো: মুস্তাফা আল-বাবী ওয়া আওলাদুহূ ১৯৫৪)।
*তাফসীর আবিস্সা'উদ*, কায়রো: মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুহাম্মদ আলী সুবাইহ ওয়া আওলাদুহূ।
*তাফসীর আল-মাওয়ার্দী*, (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা তা.বি.)।
আল-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী তা.বি.)।
আশ-শাওকানী, *ফাতহ আল-কাদীর* (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৭)।
আল-তাবাতাবাঈ, *আল-মীযান ফি তাফসীর আল-কুরআন* (বৈরুত: মাতবা'আহ শা'আরকর ১৯৭৩)।
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত), *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৪)।
ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহ আল-বারী* (দার আল-তাকওয়া লি আল-তুরাছ)।
তকী আল-উছমানী, *তাকমিলাহ ফাতহ আল-মুলহিম* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবা আল-আশরাফিয়া ১৯৯৪) ৩য় খণ্ড।
আল-মিয্যি, *তাহযীব আল-কামাল* (বৈরুত: মুআস্সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯১)।
ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*।
ইবনু তাইমিয়্যা, *উসূল আল-তাফসীর*।
ড. মুহাম্মাদ আবদুল আযীয খতীব, *উসূল আল-হাদীস* (বৈরুত: দার আল-ফিকর ১৯৮৯)।
ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলি, *আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশক: দার আল-ফিকর ১৯৮৪)।
সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহ আল-সুন্নাহ*।
আল-আযরাকী, *আখবার মক্কা* (মক্কা আল-মুকার্‌রমা: মাতাবি' দার আল-ছকাফাহ ১৯৯৪)।
ইবন খলদূন, *কিতাব আল-'ইবার* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-লুবনানি ১৯৮৬)।
ইবনু আল-আছীর, *আল-কামিল ফি আল-তারীখ* (বৈরুত: মুআস্সাসাহ আল-তারীখ আল-'আরাবী ১৯৯৪)।
ইবনু সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী তা. বি.)।
ইবনু হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নাবাবীয়্যাহ* (বৈরুত: দার আল-খাইর ১৯৯৫)।

www.nagorikpathagar.org

ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ* (বৈরুতঃ দার ইহ্য়াহ আল-তুরাছ আল-'আরাবী)।
আল-কাস্তলানী, *আল-মাওয়াহিব আল্লাদুনিয়্যাহ* (বৈরুত, দামেশক ও আম্মানঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী ১৯৯১)।
ইবনু আল-কায়্যিম আল-জুযিয়্যাহ, *যাদ আল-মা'আদ* (বৈরুতঃ মুআস্সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯৭)।
আল-ওয়াকিদী, *কিতাব আল-মাগাযী* (বৈরুতঃ আলম আল-কুতুব ১৯৮৪)।
ইবউ আল-আছীর, *উসুদুল গাবাহ* (বৈরুতঃ দার আল-শা'ব তা.বি.)।
আল-যুরকানী, *শারহ আল-মাওয়াহিব*।
মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবূনী, *হুকম আল-ইসলাম ফি আল-তাসবীর*।
ড. মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল-বূতী, *ফিকহ আল-সীরাহ*।
ইবনু মানযূর, *লিসান আল-আরব* (বৈরুতঃ দার ইহ্য়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭)।
আল-রাযী, *মুখতার আল-ছিহাহ* (দার আল-মানার ১৯৯৩)।
ইউসূফ আল-কারযাভী (ড. মাহফুজুর রহমান অনূদিত), *ইসলাম ও শিল্পকলা* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী ২০০৭)।
ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা এপ্রিল-জুন ১৯৬৩।

ঘ. Ibn Ishaq (tr. Alfred Guillaume), *The Life of Muhammad* (Oxford University Press 1955).
Ibn Rusta, *Al-A`laq al-Nafisa* (Laiden: E. J. Brill 1967).
Al-Tabari, *Annales* (Laiden: E. J. Brill 1964).
Al-Balazuri, *Futuh al-Buldan* (Laiden: E. J. Brill 1968).
*Holy Bible in Bengali*, Kolkata 1874.
Sir T. W. Arnold, *Painting in Islam*, (New York: Dover Publications Inc. 1995)
Oleg Grabar, *The Formation of Islamic Art* (New Haven and London: Yale University Press 1987).
Dr. Ruhi al-Ba`labakki, *Al-Mawrid* (Beirut: Dar al-`ilm li al-Malaeen 1997).

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-843-029-0